পারা ১৪

٢ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ٣ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا

২। রুবামা- ইয়াওয়াদ্দুল্লাযীনা কাফারূ লাও কা-নূ মুসলিমীন্। ৩। যার্‌হুম্ ইয়া''কুলূ অইয়াতামাত্তা'উ
(২) কখনও কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তারা মুসলিম হত! (৩) আপনি তাদেরকে ছাড়েন, খেতে থাকুক, অলিক আশা

ويلههم الأمل فسوف يعلمون ٤ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب

অইয়ুল্‌হিহিমুল্ আমালু ফাসাওফা ইয়া'লামূন্। ৪। অমা ~ আহ্‌লাক্‌না-মিন্ ক্বরইয়াতিন্ ইল্লা-অলাহা-কিতা-বুম্
তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, অতি শীঘ্রই তারা জানবে। (৪) আর আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ না

معلوم ٥ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ٦ وقالوا يا أيها الذي

মা'লূম্ ।৫। মা-তাস্‌বিক্বু মিন্ উম্মাতিন্ আজ্বালাহা-অমা-ইয়াস্‌তা''খিরূন্। ৬। অক্বা-লূ ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযী
হওয়া পর্যন্ত। (৫) কোন জাতি নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে ধ্বংস হয় না, আর পরেও হয় না। (৬) তারা বলে, হে কোরআন

نزل عليه الذكر إنك لمجنون ٧ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من

নুয্‌যিলা 'আলাইহিয্ যিক্‌রু ইন্নাকা লামাজ্‌নূন্ ।৭। লাও মা-তা''তীনা বিল্ মালা — য়িকাতি ইন্ কুন্‌তা মিনাছ্
প্রাপ্ত ব্যক্তি! তুমি তো এক উম্মাদ মাত্র। (৭) যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের কাছে ফেরেশ্‌তা আনয়ন কর না

الصادقين ٨ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ٩ إنا

ছোয়া-দিক্বীন্। ৮। মা-নুনায্‌যিলুল্ মালা — য়িকাতা ইল্লা-বিল্‌হাক্বক্বি অমা-কা-নূ ~ ইযাম্ মুন্‌জোয়ারীন্। ৯। ইন্না-
কেন? (৮) যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে আমি ফেরেশতা পাঠাই না, পাঠালে তারা তখন অবকাশ পাবে না। (৯) নিশ্চয়ই

نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ١٠ ولقد أرسلنا من قبلك في شيع

নাহ্‌নু নায্‌যাল্‌নায্ যিক্‌রা অইন্না-লাহূ লাহা-ফিজূন্। ১০। অলাক্বদ্ আর্‌সালনা-মিন্ ক্ববলিকা ফী শিয়'ইল্
আমি এ কোরআন নাযিল করেছি এবং সংরক্ষণও আমিই করব (১০) আর আপনার পূর্বে আমি অনেক জাতির নিকট রাসূল

الأولين ١١ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون ١٢ كذلك

আওঅলীন্। ১১। অমা-ইয়া'' তীহিম্ মির্ রসূলিন্ ইল্লা- কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ১২। কাযা-লিকা
প্রেরণ করেছি। (১১) আর তাদের নিকট যে রাসূলই আগমন করেছে তারা তার সাথে ঠাট্টা করেছে। (১২) এভাবেই

نسلكه في قلوب المجرمين ١٣ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين

নাস্‌লুকুহূ ফী ক্বুলূবিল্ মুজ্‌রিমীন্। ১৩। লা-ইয়ু''মিনূনা বিহী অক্বদ্ খলাত্ সুন্নাতুল্ আওঅলীন্।
আমি তা দোষীদের মনে সঞ্চার করি। (১৩) তারা তা বিশ্বাস করে না, তাদের পূর্ববর্তীদেরও এ আচরণই ছিল।

আয়াত-৩ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেছেন, চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এক ঃ চোখ হতে অশ্রু নির্গত না হওয়া (অর্থাৎ গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে না কাঁদা।) দুইঃ কঠিন দিল হওয়া। তিন ঃ দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং চার ঃ সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। (কুরতুবী)
আয়াত-৯ ঃ আল্লাহ স্বয়ং এই কোরআনের রক্ষাবেক্ষণ করার কারণে শত্রুরা হাজারও চেষ্টা করার পর এর একটি যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। ইমাম সুফিয়ান ইবনে উওয়াইনা (রঃ) বলেনঃ ইহুদি ও খৃষ্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তাওরাত ও ইন্‌জীলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়ার পরও তারা তা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় এই গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআন হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। এজন্যই পবিত্র কোরআন মুখস্থ করার ধারা বিশ্ব জুড়ে অব্যাহত রয়েছে। (মাঃ কোঃ)

١٤ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لَقَالُوا إِنَّمَا

১৪। অলাও ফাতাহ্না- 'আলাইহিম্ বা-বাম্ মিনাস সামা—য়ি ফাজোয়াল্লূ ফীহি ইয়া"রুজুন্। ১৫। লাক্ব -লূ ~ ইন্নামা-
(১৪) আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজা খুলে আরোহণ করতে দিলে। (১৫) তবু তারা বলবে, আমাদের দৃষ্টি

سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١٦ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ ১ ع ১৫ ১ রুকু

সুক্কিরাত্ আব্ছোয়া- রুনা-বাল্ নাহ্নু ক্বওমুম্ মাস্হূরূন্। ১৬। অলাক্বদ্ জ্বা'আল্না ফিস্ সামা —য়ি
ভ্রম ঘটান হয়েছে, বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) আর নিশ্চয়ই আমি আকাশে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করে রেখেছি,

بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ١٧ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ

বুরূজ্বাঁও অ যাইয়্যান্না-হা- লিন্না-যিরীন্।১৭। অ হাফিজ্নাহা-মিন্ কুল্লি শাইত্বোয়া-নির্ রাজীম্।১৮। ইল্লা-মানিস্
আর সেগুলোকে দর্শকদের জন্য সুন্দর করেছি (১৭) প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে তা রক্ষা করি।(১৮) কেউ যদি

اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ١٩ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا

তারাক্বাস সাম্'আ ফাআত্ বা'আহূ শিহা-বুম মুবীন্। ১৯। অল্ আর্দ্বোয়া মাদাদ্না-হা- অআল্ক্বাইনা- ফীহা-
গোপনে শুনে, তবে উজ্জ্বল দীপ্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে। (১৯) আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করলাম, আর তাতে পাহাড়

رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ

রওসিয়া অআম্বাত্না-ফীহা-মিন্ কুল্লি শাইয়িম্ মাওযূন্। ২০। অ জ্বা'আল্না-লাকুম্ ফীহা মা'আইয়িশা
স্থাপন করেছি এবং আমি সেখানে তোমাদের জন্য পরিমিত বস্তু উদগত করলাম।(২০) আর তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার

وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ٢١ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ

অমাল্ লাস্তুম্ লাহূ বির-যিক্বীন্।২১।অ ইঁম্মিন্ শাইয়িন্ ইল্লা ই'ন্দানা- খযা — য়িনুহূ অমা-নুনায্যিলুহূ ~
উপকরণ সৃষ্টি করলাম ও তাদের জন্যও করেছি যাদের ব্যবস্থা তোমরা কর না। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আছে,

إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ٢٢ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

ইল্লা- বিক্বদারিম্ মা'লূম্। ২২। অআর্সালনার রিয়াহা লাওয়া-ক্বিহা ফাআন্যাল্না-মিনাস্ সামা — য়ি মা ~ য়ান্
আর আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করতে থাকি।(২২) আর আমি বৃষ্টিপূর্ণ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাই,

فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ٢٣ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَ

ফাআস্ ক্বাইনা-কুমূহু অমা ~ আন্তুম লাহূ বিখ-যিনীন্। ২৩। অইন্না-লানাহ্নু নুহয়ীঅনুমীতু অ
তা তোমাদেরকে পান করাই এবং তার ভাণ্ডার তোমাদের নয়। (২৩) আমি জীবন দান করি এবং মৃত্যু প্রদান করি, এবং

نَحْنُ الْوَارِثُونَ ٢٤ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

নাহ্নুল্ ওয়া-রিছূন্। ২৪। অলাক্বদ্ 'আলিম্নাল্ মুস্তাক্ব্ দিমীনা মিন্কুম্ অলাক্বদ্ 'আলিম্নাল্ মুস্তা"খিরীন্।
আমিই তার চূড়ান্ত মালিক। (২৪) আর আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে জানি, এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি।

২ ع ١٠ ২ রুকু

٢٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٢٦ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ

২৫। অইন্না রব্বাকা হুঅ ইয়াহ্শুরুহুম্ ইন্নাহূ হাকীমুন্ 'আলীম্। ২৬। অলাক্বদ্ খলাক্ব্‌নাল্ ইন্‌সা-না

(২৫) নিঃসন্দেহে আপনার রবই তাদের সকলকে একত্র করবেন, নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২৬) এবং নিশ্চয়ই মানুষকে

مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ٢٧ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ

মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্ হামায়িম্ মাস্‌নূন্। ২৭। অল্‌জ্বা — ন্না খলাক্ব্‌ না-হু মিন্ ক্ববলু মিন্ না-রিস্

পঁচা কাদা হতে তৈরি শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করলাম। (২৭) আর এর পূর্বে অতি উত্তপ্ত বায়ুর অগ্নি হতে জ্বিনকে সৃষ্টি

السَّمُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ

সামূম্। ২৮। অইয্ ক্ব-লা রব্বুকা লিল্‌মালা — য়িকাতি ইন্নী খ-লিক্বুম্ বাশারাম্ মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্

করেছি। (২৮) স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মানুষ তৈরি করব পঁচা কাদা হতে তৈরি

حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ *

হামায়িম্ মাসনূন্। ২৯। ফাইযা সাওঅইতুহূ অনাফাখ্‌তু ফীহি মির্ রূহী ফাক্বাউ লাহূ সা-জ্বিদীন্।

শুষ্ক মাটি দিয়ে। (২৯) অতঃপর যখন তাকে সমান করে তার ভেতর রূহ দিব তখন তোমরা সিজদায় অবনত হবে।

٣٠ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ

৩০। ফাসাজ্বাদাল্ মালা — য়িকাতু কুল্লুহুম্ আজ্‌মা'উন্ ।৩১। ইল্লা ~ ইব্‌লীস্; আবা ~ আঁই ইয়াকূনা মা'আস্

(৩০) তখন সকল ফেরেশতা একত্রে সিজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস করল না সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার

السَّاجِدِينَ ٣٢ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ لَمْ

সা-জ্বিদীন্ ।৩২। ক্ব-লা ইয়া ~ ইব্‌লীসু মা-লাকা আল্লা-তাকূনা মা'আস্ সা-জ্বিদীন্। ৩৩। ক্ব-লা লাম্

করল। (৩২) বললেন, হে ইবলীস! তোমার কী হল যে, তুমি অন্তর্ভুক্ত হলে না সিজদাকারীদের? (৩৩) সে বলল, আমি

أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ٣٤ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

আকুল্লি আস্‌জুদা লিবাশারিন্ খলাক্ব্‌তাহূ মিন্ ছল্‌ছোয়া-লিম্ মিন্ হামায়িম্ মাস্‌নূন্। ৩৪। ক্ব-লা ফাখ্‌রুজ্ মিন্‌হা-

কি এমন মানুষকে সিজদা করব যাকে পঁচা কাদার তৈরি শুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩৪) বললেন, এখান হতে বের হয়ে

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ٣٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ٣٦ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي

ফাইন্নাকা রাজ্বীম্। ৩৫। অ ইন্না 'আলাইকাল্ লা'নাতা ইলা-ইয়াওমিদ্দীন্। ৩৬। ক্ব-লা রব্বি ফাআন্‌জিরনী ~

যাও, নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত। (৩৫) এবং নিশ্চয়ই তোমার প্রতি লা'নত কেয়ামত পর্যন্ত। (৩৬) বলল, রব! পুনরুত্থান

আয়াত-২৮ ঃ মানুষ সৃষ্টির প্রধান উৎস মাটি বলে কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তার মধ্যে সৃষ্টি জগতের পাঁচটি এবং আদেশ জগতের পাঁচটি । সৃষ্টি জগতের চার উপাদান- আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হল এ চারটি হতে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প, যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস্ বলে। আর আদেশ জগতের পাঁচটি উপকরণ হল, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা। এ পরিব্যাপ্তির দরুন মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফাতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আকৃতি মুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে যাকে সে মহব্বত করে।" (মাঃ কোঃ)

إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٣٨﴾ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ

ইলা-ইয়াওমি ইয়ুব্‌'আছূন। ৩৭। ক্ব-লা ফাইন্নাকা মিনাল্‌ মুন্‌জোয়ারীন্‌ ।৩৮। ইলা-ইয়াওমিল্‌ অক্ব্‌তিল্‌
দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ বললেন, তুমি অবশ্যই অবকাশপ্রাপ্ত। (৩৮) নির্ধারিত সময়ের দিন

الْمَعْلُومِ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ

মা'লূম্‌।৩৯।ক্ব-লা রব্বি বিমা ~ আগ্‌ওয়াইতানী লাউযাইয়্যিনান্না লাহুম্‌ ফিল্‌ আরদ্বি অলা উগ্‌ওয়িইয়ান্নাহুম্‌
পর্যন্ত। (৩৯) শয়তান বলল, হে আমার রব! বিপথগামী তো আমাকে করলেন, অবশ্যই আমি দুনিয়াকে মানুষের জন্য মনরম

أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ

আজ্‌মা'ঈন্‌। ৪০। ইল্লা-'ইবা-দাকা মিন্‌হুমুল্‌ মুখলাছীন্‌। ৪১। ক্ব-লা হা-যা- ছিরা-তুন্‌ 'আলাইয়্যা
করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। (৪০) তবে আপনার ঐসব বান্দাহ ছাড়া যারা খাঁটি। (৪১) আল্লাহ বললেন, এটি

مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٢﴾ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ٭

মুস্‌তাক্বীম্‌। ৪২। ইন্না 'ইবা-দী লাইসা লাকা 'আলাইহিম্‌ সুল্‌ত্বোয়া-নুন্‌ ইল্লা-মানিত্তাবা'আকা মিনাল্‌ গ-ওয়ীন্‌।
আমার দিকের সরল পথ। (৪২) আমার বান্দাহদের ওপর তোমার ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে ভ্রান্তদের উপর যারা তোমার অনুগত।

﴿٤٣﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٤﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ

৪৩। অইন্না জ্বাহান্নামা লামাও'ইদুহুম্‌ আজ্‌মা'ঈন্‌। ৪৪। লাহা-সাব্‌'আতু আব্‌ওয়া-ব্‌; লিকুল্লি বা-বিম্‌ মিন্‌হুম্‌
(৪৩) আর জাহান্নাম হবে তাদের সবার জন্য প্রতিশ্রুত স্থান। (৪৪) তাতে রয়েছে সাতটি দরজা, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক

جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٥﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٦﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ٭

জুয্‌য়ুম্‌ মাক্ব্‌সূম্‌। ৪৫। ইন্নাল্‌ মুত্তাক্বীনা ফী জান্না-তিঁও অউ'ইয়ূন্‌। ৪৬। উদ্‌খুলূহা-বিসালা-মিন্‌ আ-মিনীন্‌।
দল রয়েছে। (৪৫) নিঃসন্দেহে মুত্তাকীরা ঝর্ণাযুক্ত জান্নাতে থাকবে। (৪৬) তাতে তোমরা নিরাপদে প্রবেশ করবে।

﴿٤٧﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا

৪৭।অনাযা'না মা-ফী ছুদূরিহিম্‌ মিন্‌ গিল্লিন্‌ ইখওয়া-নান্‌ 'আলা-সুরুরিম্‌ মুতাক্ব-বিলীন্‌।৪৮।লা-ইয়ামাস্‌সুহুম্‌ ফীহা-
(৪৭) এবং আমি তাদের মন হতে ঈর্ষা দূর করব, তারা ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদেরকে কোন ক্লান্তি

نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٭

নাছোয়াবুঁও অমা-হুম্‌ মিনহা- বিমুখ্‌রজ্বীন্‌। ৪৯। নাব্বি" 'ইবা-দী ~ আন্নী ~ আনাল্‌ গফূরুর্‌ রহীম্‌।
স্পর্শ করবে না, সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাহদের বলে দিন, আমি অতিব ক্ষমাশীল, দয়ালু!

﴿٥٠﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥١﴾ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٢﴾ إِذْ

৫০। অআন্না 'আযা-বী হুঅল্‌ 'আযা-বুল্‌ আলীম্‌। ৫১। অ নাব্বি"হুম্‌ 'আন্‌ দ্বোয়াইফি ইব্রা-হীম্‌; ৫২। ইয্‌
(৫০) আর আমার শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। (৫১) ইব্রাহীমের অতিথিদের ব্যাপারে জানিয়ে দিন। (৫২) তারা যখন

৩ ع ১৯ ৩ রুকু

ওয়াক্‌ফে গোফরান

دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ط قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا

দাখালূ আ'লাইহি ফাক্বা-লূ সালামা; ক্বা-লা ইন্না-মিন্‌কুম্ অজ্বিলূন্। ৫৩। ক্বা-লূ লা-তাওজ্বাল্ ইন্না-নুবাশ্‌শিরুকা
সেখানে প্রবেশ করে বলল, সালাম; সে বলল, 'তোমাদের আগমনে আমরা আতঙ্কিত'। (৫৩) তারা বলল, ভয় করো না, এক জ্ঞানী

نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ﴿٥٤﴾ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰٓى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ *

বিগুলা-মিন্ 'আলীম্। ৫৪। ক্ব-লা আবাশ্‌শারতুমূনী 'আলা ~ আম্মাস্‌সানিইয়াল্ কিবারু ফাবিমা-তুবাশ্‌শিরূন্।
ছেলের সংবাদ দেব'। (৫৪) বলল, তোমরা কি বার্ধক্যাবস্থায় আমাকে শুভ-সংবাদ দিবে? অতএব তোমরা কিসের সু-সংবাদ দিবে?

﴿٥٥﴾ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٦﴾ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ

৫৫। ক্বা-লূ বাশ্‌শার্‌না-কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি ফালা-তাকুম্ মিনাল্ ক্বা-নিত্বীন্। ৫৬। ক্ব-লা অমাইঁ ইয়াক্ব্‌নাত্ব্ মির্
(৫৫) বলল, আমরা আপনাকে যথার্থ সংবাদ দিতেছি, কাজেই নিরাশ হবে না।(৫৬) (ইব্রাহীম) বলল, নিজ রবের রহমত হতে কে

رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٨﴾ قَالُوْٓا اِنَّآ

রহমাতি রব্বহী ~ ইল্লাদ্ব্ দোয়া ~ লূন্।৫৭। ক্ব-লা ফামা-খাত্ব্‌বুকুম্ আইয়্যুহাল্ মুর্‌সালূন্।৫৮। ক্ব-লূ ~ ইন্না ~
নিরাশ হয়? পথ ভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া। (৫৭) বলল, হে প্রেরিতরা! তোমাদের আর কি কাজ? (৫৮) তারা বলল, আমরা

اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ط اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٠﴾ اِلَّا

উরসিলনা ~ ইলা ক্বওমিম্ মুজ্‌রিমীন্। ৫৯। ইল্লা ~ আলা লূত্ব্; ইন্না-লামুনাজ্জূহুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ৬০। ইল্লাম্
4 প্রেরিত হয়েছি দোষী সম্প্রদায়ের প্রতি। (৫৯) তবে লূতের পরিবার নয়, আমরা তাদেরকে রক্ষা করব। (৬০) কিন্তু

ع ১৬ امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَآ لا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ *
4
রুকু রায়াতাহূ ক্বদ্দার্‌না ~ ইন্নাহা-লামিনাল্ গ-বিরীন্। ৬১। ফালাম্মা- জ্বা — য়া আ-লা লূত্বিনিল্ মুর্‌সালূন্।
তার স্ত্রীকে নয়, কেননা, আমরা স্থির করেছি যে, সে পশ্চাৎবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত। (৬১) প্রেরিতরা লূত পরিবারে আসল,

﴿٦٢﴾ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ

৬২। ক্ব-লা ইন্নাকুম্ কাওমুম্ মুন্‌কারূন্। ৬৩। ক্ব-লূ বাল্ জ্বি'নাকা বিমা-কা-নূ ফীহি ইয়াম্‌তারূন্। ৬৪। অ
(৬২) (লূত) বলল, তোমরা অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল, বরং তাদের সন্দেহ করার বিষয় নিয়ে এসেছি। (৬৪) তোমার

اَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٦٥﴾ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ

আতাইনা-কা বিল্‌হাক্ব্‌ক্বি অ ইন্না-লাছোয়া-দ্বিক্বূন্।৬৫। ফাআস্‌রি বিআহ্‌লিকা বিক্বিত্ব্'ঈম্ মিনাল্ লাইলি আত্তাবি'
নিকট সত্যসহ এসেছি, এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) তুমি রাতের কোন অংশে পরিবারসহ চলে যাও, তাদের

আয়াত-৬১ঃ সিরিয়ার দক্ষিণে মৃত বোহাইরার ঝিল প্রান্তরে 'ছুদুম' ও 'আমুরা' নামক কয়েকটি জনপদ ছিল। সেখানকার অধিবাসীরা শুধু কাফের ও প্রতিমার পূজাই করত না বরং ছোকরাবাজও ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আপন ভ্রাতুষ্পত্র হযরত 'লূত' (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্য পাঠান। হযরত লূত (আঃ) তাদের স্বভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বিধায় প্রথমে এই বালক অতিথিবৃন্দের আগমনে অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কিন্তু আসল অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার পর তিনি তাদেরকে নিজ গৃহে নিয়ে গেলেন। তাঁর কওমের লোকেরা কুমতলবে তাঁর গৃহ ঘেরাও করল। অবশেষে তিনি ফেরেশতাদের নির্দেশে আপন দুই কন্যাও স্ত্রীকে নিয়ে স্বীয় এলাকা হতে বের হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী স্বদেশ ও স্বজাতীয় টানে বারংবার পেছনে তাকাচ্ছিল পরিণামে সেও ধ্বংস হয়ে গেল এবং ভোর হতে না হতেই সমগ্র এলাকাই ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। (বঃ কোঃ)

أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ

আদ্‌বা-রাহুম্ অলা-ইয়াল্‌তাফিত্ মিন্‌কুম্ আহাদুঁও অম্‌দ্বূ হাইছু তু'মারূন্ । ৬৬ । অ ক্বাদ্বোয়াইনা ~ ইলাইহি
পিছনে চলুন। কেউ যেন পিছনে না তাকায়। যে স্থানে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট সে স্থানে চলে যাও। (৬৬) এবং লূতের নিকট

ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَجَاءَ أَهْلُ

যা-লিকাল্ আম্‌রা আন্না দা-বিরা হা ~ উলা — য়ি মাক্বতূ'উম্ মুছ্‌বিহীন্ ।৬৭। অ জা — য়া আহ্‌লুল্
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানালাম যে,প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে এরা সমূলে বিনাশ হবে। (৬৭) আর নগরীর লোকেরা উল্লাস

الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٩﴾ وَاتَّقُوا

মাদীনাতি ইয়াস্‌তাব্‌শিরূন ।৬৮। ক্বা-লা ইন্না হা ~ উলা — য়ি দ্বোয়াইফী ফালা-তাফ্‌দ্বোয়াহূন্ । ৬৯। অত্তাকু
করতে করতে হাজির হল। (৬৮) (লূত) বলল, এরা মেহমান, আমাকে অসম্মান করো না। (৬৯) আল্লাহকে ভয় কর,

اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٧٠﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي

ল্লা-হা অলা-তুখ্‌যূন্ ।৭০। ক্বা-লূ ~ আওলাম্ নান্‌হাকা 'আনিল্ 'আ-লামীন্ ।৭১। ক্বা-লা হা ~ উলা — য়ি বানাতী~
আমাকে হেয় কর না ।(৭০) তারা বলল, দুনিয়া জোড়া লোকের ব্যাপারে নিষেধ করিনি? (৭১) বলল, যদি কর, তবে

إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٧٢﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٣﴾ فَأَخَذَتْهُمُ

ইন্ কুন্‌তুম্ ফা-'ঈলীন্ । ৭২ ।লা'আম্‌রুকা ইন্নাহুম্ লাফী সাক্‌রাতিহিম্ ইয়া'মাহূন্ ।৭৩। ফাআখাযাত্ হুমুছ্
আমার কন্যারা আছে।(৭২) তোমার জীবনের কসম, তারা তো নেশায় মত্ত ছিল। (৭৩) সূর্যোদয়কালের সময় তাদেরকে

الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٤﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ

ছোয়াইহাতু মুশ্‌রিক্বীন্। ৭৪ । ফাজ্বা'আল্‌না- আ-লিয়াহা- সা-ফিলাহা- অ আমত্বোয়ারনা- 'আলাইহিম্ হিজ্বা-রাতাম্ মিন
পাকড়াও করল একটা মহাধ্বনি। (৭৪) অতঃপর সে জনপদকে উল্টে দিলাম। তাদের উপর পাহাড়ের কঙ্কর বর্ষণ

سِجِّيلٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ✲

সিজ্জীল্ ।৭৫। ইন্না ফী যালিকা লা আ-ইয়া-তিল্ লিল্‌মুতাঅস্‌সিমীন। ৭৬। অইন্নাহা-লাবিসাবীলিম্ মুক্বীম।
করলাম ।(৭৫) এ সূক্ষ্ম দর্শিদের ঘটনার জন্য নিদর্শন আছে। (৭৬) আর সে জনপদ তো চলার পথেই বিদ্যমান ছিল।

﴿٧٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ

৭৭। ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিল্‌মু''মিনীন্। ৭৮। অ ইন্ কা-না আছ্‌হা-বুল্ আইকাতি
(৭৭) অবশ্যই যারা মু'মিন তাদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। (৭৮) আর আইকা বাসীরাও (শু'আইবের সম্প্রদায়) জালিম

৫ ওয়াক্‌ফে লাযেম

ع ١٩ ٥ لَظَالِمِينَ ﴿٧٩﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ ﴿٨٠﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ

লাজোয়া-লিমীন্। ৭৯ । ফান্‌তাক্বম্‌না-মিন্‌হুম্ অইন্নাহুমা-লাবিইমা-মিম্ মুবীন্। ৮০ । অলাকাদ্ কায্‌যাবা আছ্‌হা-বুল্ রুকু
ছিল ।(৭৯) আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি, উভয়টি প্রকাশ্য পথে আছে।(৮০) হিজরবাসীরা রাসূলদেরকে মিথ্যা

الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨١﴾ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٢﴾ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ

হিজ্বরিল্ মুর্সালীন্। ৮১। অ আ-তাইনা-হুম্ আ-ইয়াতিনা- ফাকা-নূ 'আন্হা-মু'রিদ্বীন্। ৮২। অ কা-নূ ইয়ান্হিতূনা

বলেছিল। (৮১) তাদেরকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছি, কিন্তু তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। (৮২) তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨٣﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَمَا أَغْنَىٰ

মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূতান্ আ-মিনীন্। ৮৩। ফাআখাযাত্ হুমুছ্ ছোয়াইহাতু মুছ্বিহীন্। ৮৪। ফামা ~ আগ্না-

পাহাড় কেটে গৃহ নির্মান করত। (৮৩) প্রত্যুষে তাদেরকে মহানাদ পাকড়াও করল। (৮৪) তখন তাদের কোন কাজে

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٥﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

'আন্হুম্ মা-কানূ ইয়াক্সিবূন্।৮৫। অমা-খালাক্ব্‌নাস্ সামা-ওয়া-তি অল্আর্দ্বোয়া অমা-বাইনাহুমা ~ ইল্লা-

আসে নি অর্জিত বিষয়। (৮৫) আমি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যকার সব কিছুই যথার্থই সৃষ্টি করেছি,

بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ﴿٨٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ

বিল্হাক্ব্; অইন্নাস্ সা-'আতা লাআ-তিয়াতুন্ ফাছ্ফাহিছ্ ছোয়াফ্ হাল্ জ্বামীল্। ৮৬। ইন্না রব্বাকা

আর অবশ্যই কেয়ামত আসবে, সুতরাং আপনি তাদেরকে সুন্দরভাবে উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিশ্চয়ই আপনার রব

هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٧﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ☆

হু অল খল্লা-কুল্ 'আলীম্। ৮৭। অলাক্বদ্ আ-তাইনা-কা সাব্'আম্ মিনাল্ মাছানী অল্ কু্রআ-নাল্ 'আজীম্।

মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী। (৮৭) আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্ত করার সাত আয়াত দান করেছি [১] ও কোরআন প্রদান করেছি।

﴿٨٨﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

৮৮। লা-তামুদ্দান্না 'আইনাইকা ইলা-মা-মাত্তা'না-বিহী ~ আয্অজ্বাম্ মিন্হুম্ অলা-তাহ্যান্ 'আলাইহিম্

(৮৮) তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে আমি যা দিয়েছি আপনি সেদিকে তাকাবেন না। আর তাদের জন্য আপনি ক্ষোভ করবেন না।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٩﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٩٠﴾ كَمَا

অখ্ফিদ্ব্ জ্বানা-হাকা লিল্মু''মিনীন্। ৮৯। অক্বুল্ ইন্নী ~ আনান্ নাযীরুল্ মুবীন্।৯০। কামা ~

মু'মিনদের জন্য আপনার বাহু অবনত করুন। [২] (৮৯) এবং বলুন, আমি তো শুধু এক প্রকাশ্য সতর্ককারী। (৯০) যেমন

أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩١﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ

আন্যাল্না' 'আলাল্ মুক্ব্তাসিমীন্। ৯১। আল্লাযী না জ্বা'আলুল্ কু্রআ-না 'ইদ্বীন্। ৯২। ফাঅরব্বিকা

আমি নাযিল করেছি তাদের উপর (৯১) যারা কুরআনকে বিভক্ত করেছিল। (৯২) আপনার রবের কসম! আমি অবশ্যই তাদের

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ সূরায়ে ফাতিহা। (২) অর্থাৎ সদয় হউন। (৩) অর্থাৎ কিছু মানত, কিছু বাদ দিত।

শানেনুযূল ঃ আয়াত ঃ ৮৫ ঃ একদা কুরাইশদের সাতটি কাফেলা যখন মালপত্রের বোঝা নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন কতিপয় ছাহাবা তাদেরকে দেখে বললেন, এ পরিমাণের মাল-পত্র যদি আমাদের নিকট থাকতো, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত করতাম। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর মনেও তজ্জন্য কিছুটা ভাবের উদয় হল মুসলমানদের দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়ে। তখন সান্ত্বনাসূচক এ আয়াতটি নাযিল হয়।

لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٤﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ

লানাস্‌য়ালান্নাহুম্ আজ্ মা'ঈন। ৯৩। 'আম্মা কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৪। ফাছ্‌দা' বিমা- তু'মারু অআ'রিদ্ব 'আনিল

সবাইকে প্রশ্ন করব। (৯৩) তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন, এবং

الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ ﴿٩٦﴾ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا

মুশ্‌রিকীন্। ৯৫। ইন্না-কাফাইনা-কাল্ মুস্‌তাহ্‌যিয়ীন্। ৯৬। আল্লাযীনা ইয়াজ্'আলূনা মা'আল্লা-হি ইলা-হান্

মুশরিকদের উপেক্ষা করুন। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ

اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ

আ-খরা ফাসাওফা ইয়া'লামূন্। ৯৭। অলাক্বদ্ না'লামু আন্নাকা ইয়াদ্বীক্ব ছোয়াদ্‌রুকা বিমা-ইয়াকু লূন্।

সাব্যস্ত করে, অতি সত্বর তারা বুঝতে পারবে। (৯৭) আমি জানি, তাদের কথায় আপনার মন সংকুচিত হয়।

﴿٩٨﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

ع ৬ ২০ ৬ রুকু

৯৮। ফাসাব্বিহ্ বিহাম্‌দি রব্বিকা অকুম্‌মিনাস্ সা-জ্বিদীন্। ৯৯। অ'বুদ্ রব্বাকা হাত্তা-ইয়া''তিয়াকাল্ ইয়াক্বীন্।

(৯৮) অতএব আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা করুন ও সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। (৯৯) আপনার মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত রবের ইবাদাত করুন।

সূরা নহ্‌ল
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১২৮
রুকূ ঃ ১৬

﴿١﴾ اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢﴾ يُنَزِّلُ

১। আতা ~ আম্‌রুল্লা-হি ফালা-তাস্‌তা'জ্বিলূহ্; সুব্‌হা-নাহূ অতা'আ-লা-'আম্মা- ইয়ুশ্‌রিকূন্। ২। ইয়ুনায্‌যিলুল্

(১) আল্লাহর আদেশ আসল, তাতে তাড়াহুড়া করো না, তিনি পবিত্র, তারা যে শিরক্ করে তা থেকে উর্ধ্বে। (২) তিনি

الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ

মালা — য়িকাতা বির্রূহি মিন্ আম্‌রিহী 'আলা-মাই ইয়াশা — য়ু মিন্ 'ইবা-দিহী ~ আন্ আন্‌যিরূ ~ আন্নাহূ লা~

নাযিল করেন বান্দাহদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা রুহসহ ফেরেশতা, যেন সতর্ক করে যে, আমি ছাড়া আর কোন

اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ﴿٣﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

ইলা-হা ইল্লা ~ আনা ফাত্তাকূন্। ৩। খলাক্বস্ সামা-ওয়া-তি অল্ আর্‌দ্বোয়া বিল্‌হাক্ব; তা'আ-লা-'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূন্।

ইলাহ্ নেই, আমাকে ভয় কর। (৩) তিনি আসমান-যমীন যথার্থ সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনেক উর্ধ্বে তাদের শিরক করা থেকে।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (যখন কেয়ামত সন্নিকট হয়েছে এবং চাঁদ ফেটে গিয়েছে) আয়াতটি নাযিল হয়, তখন কাফেররা পরস্পরের বলাবলি করতে লাগল, এ ব্যক্তি তো কিয়ামত সন্নিকটের দাবি করছে। অতএব, তোমরা কু-কর্মের কিছুটা কমিয়ে দাও এবং স্বীয় অবস্থা কিছু সুদরানোর চিন্তা কর। অতঃপর যখন কিছু অনুভব করতে পারল না, তখন বলে উঠল, কই কিয়ামত তো দেখা যাচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হল "মানুষের হিসাব গ্রহণকাল সন্নিকট হয়েছে তখন তারা পুনরায় কিছুদিন পর হুযূর (ছঃ)-কে বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ, তুমি যে সব বিষয়ে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছ তার কোন চিহ্নই তো আমরা আজাও পেলাম না। তখন আয়াতটি নাযীল হল।

④ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ⑤ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا

৪। খলাক্বল্ ইন্‌সা-না মিন্ নুত্ব্‌ফাতিন্ ফাইযা-হুঅ খাছীমুম্ মুবীন্। ৫। অল্ আন্'আ-মা খলাক্বহা-
(৪) তিনি বীর্য হতে মানুষ সৃষ্টি করলেন, অথচ মানুষ এখন স্পষ্ট ঝগড়াটে ৫। আর তিনি পশু পাল সৃষ্টি করলেন।

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ

লাকুম্ ফীহা-দিফ্‌য়ুঁও অমানা-ফিউ' অ মিন্‌হা-তা''কুলূন্। ৬। অলাকুম্ ফীহা-জ্বামা-লুন্ হীনা
তাতে রয়েছে শীত নিবারক, উপকার ও কিছু আহার্য। (৬) আর তোমাদের জন্য বিকালে ফিরানো ও প্রত্যুষে চরানোর

تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ⑦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ

তুরীহূনা অ হীনা তাস্‌রাহূন্। ৭। অতাহ্‌মিলু আস্‌ক্বা-লাকুম্ ইলা- বালাদিল্লাম্ তাকূনূ বা-লিগীহি
সময় তাতে শোভা রয়েছে। (৭) আর এরা তোমাদের বোঝা বহন করে নিয়ে যায়, এমন শহর যেখানে কষ্ট ছাড়া পৌছতে

إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑧ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَ

ইল্লা-বিশিক্ক্বিল্ আন্‌ফুস্;ইন্না রব্বাকুম্ লারয়ূফুর্ রহীম্। ৮। অল্‌খইলা অল্ বিগ-লা অল্
পার না। নিঃসন্দেহে তোমাদের রব অতিশয় স্নেহশীল, পরম দয়ালু। (৮) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরোহণ ও

الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑨ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

হামীরা লিতার্‌কাবূহা- অযীনাহ্; অইয়াখ্‌লুক্বু মা-লা- তা'লামূন্। ৯। অ'আলাল্লা-হি কাছ্‌দুস্ সাবীলি
শোভার জন্য অশ্ব, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের অজানা আরো বহু কিছু। (৯) এর সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছায়,

১ ع ৯ ৭ রুকু
وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ⑩ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

অমিন্‌হা-জ্বা — য়ির্; অলাও শা — য়া লাহাদা-কুম্ আজ্‌মা'ঈন্। ১০। হুঅল্লাযী ~ আন্‌যালা-মিনাস্ সামা — য়ি
তন্মধ্যে বাঁকা পথও আছে। তিনি চাইলে সবাইকে হেদায়েত দিতেন। (১০) তিনি সেই সত্তা যিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাণ,

مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ⑪ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ

মা —য়াল্লাকুম্ মিন্‌হু শারা-বুঁও অ মিন্‌হু শাজ্বারুন্ ফীহি তুসীমূন্। ১১। ইয়ুম্‌বিতু লাকুম্ বিহিয্ যার্'আ
তোমাদের জন্য তাতে পানীয় আছে, এবং তা হতে গাছ উৎপন্ন হয়, তাতে পশু চরে। (১১) তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য

وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

অয্ যাইতূনা অন্‌নাখীলা অল্ আ'না-বা অমিন্ কুল্লিছ্ ছামার-ত্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্
উৎপন্ন করেন শস্য, যাইতুন্ খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর ও সর্ব প্রকার ফল। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য

আয়াত -৫ ঃ অর্থাৎ জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া, অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। আর এগুলো হতে জৈবসার, খাদ্য, পোশাক, ঔষধ এবং এগুলো দিয়ে মানুষের শোভা ও সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৮ ঃ এখানে সাওয়ারীর তিনটি বস্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তাআ'লা ঐ সব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যা তোমরা জান না। এখানে ঐসব নব আবিষ্কৃত যানবাহনের কথা বলা হয়েছে যা প্রাচীনকালে ছিল না; যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি। তাছাড়া ভবিষ্যতে যে সব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা লোহা, পিতল, বায়ু, পানি কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তাদের একমাত্র কাজ। (মাঃ কোঃ)

لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ⑫ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَ

লিক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্। ১২। অসাখ্খারা লাকুমুল্লাইলা অন্নাহা-রা অশ্শাম্সা অল্ ক্বমার্; অন্
তাতে নিদর্শন রয়েছে। (১২) আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, রাত-দিন, চন্দ্র-সূর্যকে; আর তাঁর আদেশ

النُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑬ وَمَا

নুজুমু মুসাখ্খর-তুম্ বিআম্রিহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লাআইয়া-তিল্লিক্বওমিঁ ইয়া'ক্বিলূন্। ১৩। অমা-
(বিধানে) নক্ষত্রসমূহ বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয়ই বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে নিদর্শন আছে। (১৩) আর

ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ✩

যারায়া লাকুম্ ফিল্ আর্দ্বি মুখ্তালিফান্ আল্ওয়া-নুহ্; ইন্না ফী যা-লিকা লা আ-ইয়াতাল্লি ক্বওমিঁ ইয়ায্যাক্কারূন্।
যমীনে বিভিন্ন রং এর বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করলেন, নিঃসন্দেহে উপদেশ গ্রহীতার জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

⑭ وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً

১৪। অ হুঅল্লাযী সাখ্খরল্ বাহ্রা লিতা"কুলূ মিন্হু লাহ্মান্ ত্বোয়ারিয়্যাওঁ অতাস্তাখ্রিজূ মিন্হু হিল্ইয়াতান্
(১৪) তিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করলেন, যেন তা হতে তোমরা তাজা মাছ খাও; তা হতে গহনা উঠাও—যা তোমরা

تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ✩

তাল্বাসূনাহা-অতারাল্ ফুল্কা মাওয়া-খিরা ফীহি অলিতাব্তাগূ মিন্ ফাদ্বলিহী অলা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্।
পরিধান করে থাক; তাতে নৌকা পানি চিরে চলতে দেখ, যেন তাঁর অনুগ্রহ খুঁজতে পার, আর কৃতজ্ঞ হতে পার।

⑮ وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ

১৫। অআল্ক্বা-ফিল্ আর্দ্বি রাওয়া-সিয়া আন্ তামীদা বিকুম্ অআন্হা-রাঁও অসুবুলাল্ লা'আল্লাকুম্
(১৫) আর তিনি যমীনে পর্বত স্থাপন করেছেন, যেন তোমাদের নিয়ে তা অবিচলিত থাকে, আর নদ-নদী ও নানান রাস্তা,

تَهْتَدُوْنَ ⑯ وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ ⑰ اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ

তাহ্তাদূন্। ১৬। অ 'আলা-মা-ত্; অ বিন্নাজ্মি হুম্ ইয়াহ্তাদূন্। ১৭। আফামাইঁ ইয়াখ্লুক্বু কামাল্লা-ইয়াখ্লুক্ব্ ;
যেন পথ পাও; (১৬) আর চিহ্নসমূহ যেন তারা নক্ষত্র দ্বারাও পথ পায়। (১৭) যে সৃষ্টি করে, আর যে করে না, উভয়ে কি এক

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ⑱ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ✩

আফালা-তাযাক্কারূন্। ১৮। অইন্ তা'উদ্দূ নি'মাতাল্লা-হি লা-তুহ্ছূহা; ইন্নাল্লা-হা লাগফূরুর রাহীম্।
সমান? তবুও কি বুঝ না? (১৮) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণলে তা তোমরা নির্ণয় করতে পারবে না, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

⑲ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ⑳ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا

১৯। অল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তুসিররূনা অমা-তু'লিনূন্। ২০। অল্লাযীনা ইয়াদ্উ'না মিন্ দূনিল্লা-হি লা-
(১৯) তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু আল্লাহ জানেন। (২০) তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান করে তারা

يَخْلُقُونَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ

ইয়াখ্লুক্বূনা শাইয়াঁও অহুম্ ইয়ুখ্লাক্বূন্। ২১। আম্ওয়া-তুন্ গইরু আহ্ইয়া — য়িন্, অমা-ইয়াশ্‌উ'রূনা
কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। (২১) তারা মৃত, নির্জীব; পুনরুত্থান কবে হবে তা

২ ع ১২ ৮ রুকু

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٢﴾ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأٰخِرَةِ قُلُوبُهُمْ

আইয়্যিনা ইয়ুব্'আছূন্। ২২। ইলা-হুকুম্ ইলাহুঁও অ-হিদ্; ফাল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিল্আ-খিরাতি ক্বুলূবুহুম্
তারা অবগত নয়। (২২) তোমাদের ইলাহ এক; সুতরাং যারা পরকাল বিশ্বাস করে না তাদের মন সত্যবিমুখ আর

مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٣﴾ لَا جَرَمَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ

মুন্কিরাতুঁও অহুম্ মুস্তাক্বিরূন্। ২৩। লা-জ্বারামা আন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু মা- ইয়ুসিররূনা অমা- ইয়ু'লিনুন্;
তারাই অহংকারী। (২৩) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা যা গোপন করে ও যা প্রকাশ করে তার সবকিছুই আল্লাহ সম্যক

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوٓا

ইন্নাহূ লা-ইয়ুহিব্বুল্ মুস্তাক্বিরীন্। ২৪। অ ইযা- ক্বীলা লাহুম্ মা-যা ~ আন্যালা রব্বুকুম্ ক্বা-লূ ~
অবগত, তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের 'রব কি নাযিল করলেন? তখন

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ

আসা-ত্বীরুল্ আওঅলীন্। ২৫। লিইয়াহ্মিলূ ~ আওযা-রাহুম্ কা-মিলাতাঁই ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি অমিন্ আওযা-রিল্
তারা বলে, পূর্ববর্তীলোকদের কিস্সা কাহিনী। (২৫) ফলে শেষ বিচারের দিন তারা নিজেদের এবং যাদেরকে অজ্ঞতা হেতু

৩ ع ৪ ৯ রুকু

الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٢٦﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ

লাযীনা ইয়ুদ্বিল্লূনাহুম্ বিগইরি 'ইল্ম্; আলা-সা — য়া মা-ইয়াযিরূন্। ২৬। ক্বদ মাকারাল্লাযীনা মিন্
বিপথগামী করেছিল তাদের পূর্ণ পাপ বহন করবে। বহনকৃত কতই না নিকৃষ্ট। (২৬) অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীলোকেরাও

قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ

ক্বব্লিহিম্ ফা আতাল্লা-হু বুন্ইয়া-নাহুম্ মিনাল্ ক্বওয়া-'ইদি ফাখার্‌রা 'আলাইহিমুস্ সাক্ব্ফু মিন্ ফাওক্বিহিম্ অ
চক্রান্ত করেছে, আল্লাহ তাদের অট্টালিকার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছেন [১], ফলে ছাদ ধ্বসে তাদের ওপরই পড়েছে,

أَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ

আতা-হুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা-ইয়াশ্'উরূন্। ২৭। ছুম্মা ইয়াওমাল ক্বিয়া-মাতি ইয়ুখ্যীহিম্ অ ইয়াক্বূলু
তাদের ধারণার বাইরে আযাব এসেছে। (২৭) তারপর শেষ বিচারের দিনেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন;

টীকা ঃ (১) অর্থাৎ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আয়াত-২৩ ঃ স্মরণযোগ্য যে, অহংকার মোটেই কোন ভাল কাজ নয়। অহংকারীকে এর অশুভ পরিণাম ভোগ করতে হবে। তোমরা হৃদয়ে যে কুফর গোপন রেখেছ আল্লাহর তার সবই জানা আছে। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অপরাধের শাস্তি দিবেন। (তাফঃ মাহঃ হাঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-২৪ ঃ নযর ইবনে হারিসের নিকট ঐতিহাসিক বই-পুস্তক ছিল এবং সে বলত, আমার কথা মুহাম্মদের (ছঃ) নিকট অবতীর্ণ কালাম অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। (কুরআনে যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা আছে আমিও তদপেক্ষা আরও অধিক বলতে পারি)। তার এ উক্তি প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়।

اَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ط قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

আইনা শুরাকা — য়ি ইয়াল্লাযীনা কুন্‌তুম্‌ তুশা — ক্কূনা ফীহিম্‌; ক্ব-লাল্লাযীনা উতুল্‌ 'ইল্‌মা

বলবেন, কোথায় আমার সেসব শরীকেরা, যাদেরকে নিয়ে তোমরা ঝগড়া করতে? যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলবে,

اِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

ইন্নাল্‌ খিয্‌ইয়াল্‌ ইয়াওমা অস্‌সূ — য়া 'আলাল্‌ কা-ফিরীন্‌। ২৮। আল্লাযীনা তাতাঅফ্‌ফা-হুমুল্‌ মালা — য়িকাতু

নিশ্চয় আজ লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ একমাত্র কাফেরদেরই। (২৮) ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু দেয় তাদের নিজেদের

ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ ص فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ط بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ

জোয়া-লিমী ~ আন্‌ফুসিহিম্‌ ফাআল্‌ক্বওয়ুস্‌ সালামা মা-কুন্না-না'মালু মিন্‌ সূ — য়্‌; বালা ~ ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুম্‌

প্রতি জুলুম্‌ করা অবস্থায়। তারা স্বীকৃতি দিবে যে, আমরা তো কোন দোষ করিনি; হাঁ, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সম্যক অবগত

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾ فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط فَلَبِئْسَ مَثْوَى

বিমা-কুনতুম্‌ তা'মালূন্‌ ।২৯। ফাদ্‌খুলূ ~ আব্‌ওয়া-বা জাহান্নামা খ-লিদীনা ফীহা-; ফালাবি'সা মাছ্‌অল্‌

তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। (২৯) তাই চিরকালের জন্য তোমরা জাহান্নামের দরজায় প্রবেশ কর; প্রকৃতপক্ষে কত নিকৃষ্ট

الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ط قَالُوْا خَيْرًا ط

মুতাকাব্‌বিরীন্‌। ৩০। অক্বীলা লিল্লাযীনা ত্তাক্বও মা-যা ~ আন্‌যালা রব্বুকুম্‌ ক্ব-লূ খইর-;

অহংকারীদের বাসস্থান। (৩০) আর মুত্তাকীদের বলা হয়-তোমাদের রব কি নাযিল করেছেন? তারা বলবে, কল্যাণ। যারা

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ط وَلَنِعْمَ دَارُ

লিল্লাযীনা আহ্‌সানূ ফী হা-যিহিদ্‌ দুন্‌ইয়া-হাসানাহ্‌; অলাদা-রুল্‌ আ-খিরতি খইর্‌; অলানি'মা দা-রুল্‌

দুনিয়ায় পুণ্য করে, তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং পরকালের আবাস আরো উত্তম। আর মুত্তাকীদের আবাস

الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا

মুত্তাক্বীন্‌। ৩১। জান্না-তু 'আদ্‌নি ইয়াদ্‌খুলূনাহা-তাজ্‌ রী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আনহা-রু লাহুম্‌ ফীহা-মা-

কত উৎকৃষ্ট। (৩১) চিরস্থায়ী জান্নাত, যাতে তোমরা প্রবেশ করবে, তার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। তথায় যা প্রার্থনা

يَشَآءُوْنَ ط كَذٰلِكَ يَجْزِى اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٢﴾ الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

ইয়াশা — য়ুন; কাযা-লিকা ইয়াজ্‌ যিল্লা-হুল্‌ মুত্তাক্বীন্‌। ৩২। আল্লাযীনা তাতাঅফ্‌ফা-হুমুল্‌ মালা — য়িকাতু

করবে তা তারা পাবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের পুরস্কার প্রদান করে থাকেন। (৩২) ফেরেশতারা যাদের মৃত্যু ঘটায়, পবিত্র

طَيِّبِيْنَ لا يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ لا ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٣﴾ هَلْ

ত্বোয়াইয়্যিবীন্‌; ইয়াক্বূলূনা সালা-মুন্‌ 'আলাইকুমুদ্‌ খুলুল্‌ জান্নাতা বিমা-কুন্‌তুম্‌ তা'মালূন্‌। ৩৩। হাল্‌

অবস্থায়, তারা তাদের বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি। তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর। (৩৩) তারা কি

يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ

ইয়ানজুরূনা ইল্লা ~ আন্ তা"তিয়াহুমুল্ মালা — য়িকাতু আও ইয়া'তিয়া আম্‌রু রব্বিক; কাযা-লিকা ফা'আলাল্

কাফেররা প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে, বা আপনার রবের আদেশ আসবে? এরূপ করেছে;

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ★

লাযীনা মিন্ ক্বাব্‌লিহিম্; অমা-জোয়ালামাহুমুল্লা-হু অলা-কিন্ কা-নূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্।

৪

তাদের পূর্ববর্তীরাও; আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোন জুল্‌ম করেননি, বরং নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুল্‌ম করত।

ع ৯ ১০ রুকু

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ

৩৪। ফাআছোয়া-বাহুম্ সাইয়্যিয়া-তু মা-'আমিলূ অ হা-ক্ব বিহিম্ মা-কা-নূ বিহী ইয়াস্‌তাহ্‌যিয়ূন্। ৩৫। অ ক্বা-লাল্

(৩৪) তারা নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করল এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা-ই তাদেরকে বেষ্টন করল। (৩৫) মুশরিকরা বলে-

الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا

লাযীনা আশরাকূ লাও শা — য়াল্লা-হু মা-'আবাদ্‌না-মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন নাহ্‌নু অলা ~ আ-বা — য়ুনা-

আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে আমরা তাঁকে ছেড়ে অন্য কিছুরই ইবাদত করতাম না, আর না আমাদের পিতৃপুরুষরা করত।

وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى

অলা-হাররাম্‌না-মিন্ দূনিহী মিন্ শাইয়িন কাযা-লিকা ফা'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্ববলিহিম্ ফাহাল্ 'আলার্

আর তাঁর আদেশ ছাড়া আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপ করত, রাসূলদের দায়িত্ব তো কেবল

الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

রুসুলি ইল্লাল্ বালা-গুল্ মুবীন্। ৩৬। অলাক্বদ্ বা'আছ্‌না- ফী কুল্লি উম্মাতির রসূলান্ আনি'বুদু ল্লা-হা

স্পষ্টভাবে তাঁর বাণী পৌঁছানো। (৩৬) প্রত্যেক জাতির কাছে আমি কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, তোমরা

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ

অজ্‌তানিবুত্ব্‌ ত্বোয়া-গূতা ফামিন্‌হুম্ মান্ হাদাল্লা-হু অমিন্‌হুম্ মান্ হাক্ব্ ক্বত্ 'আলাইহিদ্

আল্লাহর ইবাদত কর, এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ হেদায়েত প্রদান করেন, আর কতকের

الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾ اِنْ

দ্বোয়ালা-লাহ্; ফাসীরূ ফিল্ আরদ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আক্বিবাতুল্ মুকায্‌যিবীন্। ৩৭। ইন্

ওপর সাব্যস্ত হয়েছে ভ্রষ্টতা। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ কর, দেখ, সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কি হয়েছে? (৩৭) আপনি

আয়াত-৩৬ ঃ কাফেরদের সন্দেহ ছিল যে, আল্লাহ তাআ'লা যদি আমাদের কুফর, শিরক বা অবৈধ কাজ-কর্ম পছন্দ না করতেন তবে আমাদেরকে সজোরে ঐ কাজ হতে কেন বিরত রাখেন না? আল্লাহ তাআ'লা অত্র আয়াতে নবী করীম (ছঃ)কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, কাফের ও নবীদের মধ্যে এরূপ ব্যবহার প্রাচীনকাল হতেই চলে এসেছে। সকল মানুষ হেদায়েত গ্রহণ না করাও চিরকালীন নিয়ম। তবে আপনার চিন্তা কেন? (মাঃ কাঃ) আয়াত-৩৭ঃ স্বেচ্ছায় মন্দকে বরণ করার জন্য আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেছেন কেউ তাকে না হেদায়েত করতে পারবে, আর না আল্লাহর আ'যাব হতে বাঁচাতে পারবে। আপনি যদি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেন, তবে কোন ফায়দা হবে না। কাজেই তাদের জন্য আপনার পেরেশান হওয়া নিরর্থক। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)

تحرص على هدىهم فان الله لا يهدى من يضل وما لهم من نصرين ۝٣٨ و

তাহ্‌রিছ্ 'আলা- হুদা-হুম্ ফাইন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্‌দী মাঁই ইয়ুদ্বিল্লু অমা-লাহুম্ মিন্ না-ছিরীন্ । ৩৮ । অ
তাদের হেদায়েতে আগ্রহী হলেও, যে পথভ্রষ্ট, আল্লাহ তাকে পথ দেখাবেন না। তাদের সাহায্যকারীও কেউ নেই। (৩৮) আর

اقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا

আক্ব্‌সামূ বিল্লা-হি জ্বাহ্‌দা আইমা-নিহিম্ লা-ইয়াব্'আছু ল্লা-হু মাঁই ইয়ামূতু; বালা -অ'দান্ 'আলাইহি হাক্কাওঁ
তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ করে বলে যে, মৃতকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন না; বরং তাঁর (আল্লাহ্‌র) এ সত্য ওয়াদা

ولكن اكثر الناس لا يعلمون ۝٣٩ ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم

অলা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্।৩৯। লিইয়ুবাইয়্যিনা লাহুমুল্লাযী ইয়াখ্‌তালিফূনা ফীহি অ লিইয়া'লামাল্
অবশ্যই পুরা হবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (৩৯) (১) যেন তিনি মতানৈক্যের বিষয়টি প্রকাশ করেন এবং

الذين كفروا انهم كانوا كذبين ۝٤٠ انما قولنا لشىء اذا اردنه ان نقول

লাযীনা কাফারূ ~ আন্নাহুম্ কা-নূ কা-যিবীন্ ।৪০। ইন্নামা-ক্বাওলুনা- লিশাইয়িন ইযা ~ আরদ্‌না-হু আন্ নাকূলা
কাফেরদের জানান যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী। (৪০) আমি যদি কোন কিছু করার ইচ্ছা করি, তবে কেবল বলি, ৫

له كن فيكون ۝٤١ والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم ع ৬ ১১

লাহূ কুন্ ফাইয়াকূন্। ৪১। অল্লাযীনা হা-জ্বারূ ফিল্লা-হি মিম্ বা'দি মা-জুলিমূ লানুবাইয়্যিয়ান্নাহুম্ রুকু
'হও' অমনি হয়ে যায়। (৪১) আর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়ায়

فى الدنيا حسنة ولاجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ۝٤٢ الذين صبروا ওয়াক্‌ফে লাযেম

ফীদ্ দুন্‌ইয়া হাসানাহ্; অলাআজ্‌রুল্ আ-খিরাতি আক্‌বারু। লাও কা-নূ ইয়া'লামূন্।৪২।আল্লাযীনা ছোয়াবারূ
তাদেরকে উত্তম স্থান প্রদান করব; আর পরকালের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ রয়েছেই। হায়! যদি তারা জানত। (৪২) আর যারা

وعلى ربهم يتوكلون ۝٤٣ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى

অ 'আলা-রব্বিহিম্ ইয়াতাওক্কালূন্ ।৪৩। অমা ~ আর্‌সাল্‌না- মিন্ ক্বাব্‌লিকা ইল্লা-রিজ্বালান্ নূহী ~
ধৈর্য ধারণ করে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। (৪৩) আমি আপনার পূর্বে ওহীসহ মানুষকেই প্রেরণ করেছি অতএব

اليهم فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ۝٤٤ بالبينت و

ইলাইহিম্ ফাস্‌য়ালূ ~ আহলায্ যিক্‌রি ইন্ কুন্‌তুম্ লা- তা'লামূন্। ৪৪। বিল্ বাইয়্যিনাতি অয্
তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। যদি তোমরা জান। (৪৪) তাদের প্রেরণ করেছি মানুষের প্রতি স্পষ্ট

الزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم

যুবুর; অ আন্‌যাল্‌না ~ ইলাইকা যিক্‌রা লিতুবাইয়িনা লিন্না-সি মা-নুয্‌যিলা ইলাইহিম্ অলা'আল্লাহুম্
নিদর্শন ও কিতাবসমূহ দিয়ে; আর আপনার প্রতি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যেন তাদেরকে সে বিষয় বুঝাতে পারেন; আর তারা যেন

● অর্ধাংশ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

ইয়াতাফাক্কারূন্। ৪৫। আফাআমিনাল্লাযীনা মাকারুস্ সাইয়িয়া-তি আইঁ ইয়াখ্সিফাল্লা-হু বিহিমুল্ আর্দ্বোয়া
চিন্তাভাবনা করে। (৪৫) যারা বিভিন্ন অপতৎপরতার সড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا

আও ইয়া'তিয়াহুমুল্ 'আযা-বু মিন্ হাইছু লা- ইয়াশ্'উরূন্। ৪৬। আও ইয়া''খুযাহুম্ ফী তাকল্লুবিহিম্ ফামা-
ধ্বসাবেন না বা এমন দিক হতে শাস্তি আসবে না যা ধারণাতীত? (৪৬) বা চলাফেরার সময় তাদের পাকড়াও করবেন না?

هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٧﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ *

হুম্ বিমু'জ্বিযীন্। ৪৭। আও ইয়া''খুযাহুম্ 'আলা তাখাওয়্যুফ; ফাইন্না রব্বাকুম্ লারায়ূফুর্ রহীম্।
তারা তো ঠেকাতে পারবে না। (৪৭) বা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাকড়াও করবেন না? তাদের রব তো দয়দ্র, দয়ালু।

﴿٤٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ

৪৮। আওয়ালাম্ ইয়ারও ইলা-মা-খলাক্বল্লা-হু মিন্ শাইয়িঁই ইয়াতাফাইয়্যায়ু জিলা-লুহূ 'আনিল ইয়ামীনি অশ্
(৪৮) তারা কি আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে না? যাদের ছায়া কখনও ডানে এবং আবার কখনও বামে সেজদায় পতিত হয়ে

الشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٩﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

শামা — য়িলি সুজ্জাদাল্ লিল্লা-হি অহুম্ দা-খিরূন্। ৪৯। অ লিল্লা-হি ইয়াস্জুদু মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-
আল্লাহর প্রতি বিনীত হয়। (৪৯) আর আসমান-যমীনের মধ্যে বিচরণশীল যত জীব-জন্তু আছে তারা সকলে আল্লাহকে

فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٠﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُم

ফিল্ আরদ্বি মিন্ দা — ব্বাতিঁও অল্ মালা — য়িকাতু অহুম্ লা-ইয়াস্তাক্বিরূন্। ৫০। ইয়াখ-ফূনা রব্বাহুম্
সিজদা করে, এবং ফেরেশতারাও, তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা উর্ধ্বে আসীন তাদের পরাক্রমশালী রবকে

সিজদাহ্ ৬

ع ১০ ১২ রুকু

সেজ্দা

مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥١﴾ ۩ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ

মিন্ ফাওক্বিহিম্ অ ইয়াফ্'আলূনা মা-ইয়ু''মারূন্। ৫১। অক্ব-লাল্লা-হু লা-তাত্তাখিযূ ~ ইলা-হাইনিস্
ভয় করে এবং তারা তাঁর আদিষ্ট বিষয় পালন করে। (৫১) আর আল্লাহ বলেন, তোমরা দুই ইলাহ্ গ্রহণ করো না;

اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥٢﴾ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

নাইনি ইন্নামা- হুওয়া ইলা-হুওঁ অ-হিদুন্ ফাইয়্যা-ইয়া ফার্হাবূন্। ৫২। অলাহূ মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি
তিনিই একমাত্র ইলাহ্। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছ তার সব কিছু তাঁরই;

একটি হাদীস-আয়াত-৫০ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, আমি যা দেখি তা তোমরা দেখছ না। এবং যা শুনেছি তা তোমরা শুনছ না। আকাশ চিৎকার করছে এবং চিৎকার করা তার জন্য সঙ্গতও। আল্লাহ্র কসম আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে ফেরেশতারা আল্লাহর মহত্ব ও মহানুভবতার কথা বর্ণনা করছেন না। আমি যা জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা কম হাসতে এবং অধিক কাদতে এবং আপন স্ত্রীর সাথে সজ্জাশায়ী হয়ে সে সুধা আহরণের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে এবং পাহাড় পর্বতে আরোহণ করে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে থাকত আর তাঁরই শরণাপন্ন হত। এতদশ্রবণে হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন, হায় আমি যদি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলে দেয়া হত!

وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ؕ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾ وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ

অল্ আর্‌দ্বি অ লাহু দ্দীনু অ ছিবা-; আফাগইরাল্লা-হি তাত্তাক্বূন্। ৫৩। অমা-বিকুম্ মিন্ নি'মাতিন্ ফামিনাল

আর একনিষ্ঠ দাসত্ব তাঁরই; এতদসত্ত্বেও আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদেরকে দেয়া নেয়ামতগুলো

اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْئَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ

লা-হি ছুম্মা ইযা- মাস্‌সাকুমুদ্ব্ দ্বুররু ফাইলাইহি তাজ্‌য়ারূন্। ৫৪। ছুম্মা ইযা-কাশাফাদ্ব্ দ্বুররা 'আন্‌কুম্

সবই আল্লাহর পক্ষ হতে, আবার কষ্টে পড়লে তাঁর কাছেই ফরিয়াদ কর। (৫৪)আবার দুঃখ দূর করলে তোমাদের একদল

اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ؕ فَتَمَتَّعُوْا ۚ

ইযা-ফারীক্বুম্ মিন্‌কুম্ বিরব্বিহিম্ ইয়ুশ্‌রিকূন্। ৫৫। লিয়াক্‌ফুরূ বিমা ~ আ-তাইনা-হুম্; ফাতামাত্তাঊ

তোমাদের রবের শরীক করে; (৫৫) যেন আমার দানকে অস্বীকার করতে পারে; কিছুদিন ভোগ কর; শীঘ্রই অবগত

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٥٦﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيْبًا مِّمَّا رَزَقْنٰهُمْ ؕ تَاللّٰهِ لَتُسْئَلُنَّ

'ফাসাওফা তা'লামূন্। ৫৬। অ ইয়াজ্‌'আলূনা লিমা-লা-ইয়া'লামূনা নাছীবাম্ মিম্মা-রাযাক্বনা-হুম্; তাল্লা-হি লাতুস্‌য়ালুন্না

হতে পারবে (৫৬) আমার দেয়া রিযিকের একাংশ তাদের জন্য নির্ধারণ করে যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না; আল্লাহর

عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ

'আম্মা-কুন্‌তুম্ তাফ্‌তারূন্। ৫৭। অ ইয়াজ্‌'আলূনা লিল্লা-হিল্ বানা-তি সুব্‌হা-নাহূ অ লাহুম্ মা-ইয়াশ্‌তাহূন্।

শপথ, মিথ্যার জন্য জিজ্ঞাসিত হবে।(৫৭) আর তারা আল্লাহর কন্যা নির্ধারণ করে; তিনি পবিত্র; তাদের জন্য কাম্যবস্তু।

﴿٥٨﴾ وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٥٩﴾ يَتَوَارٰى

৫৮। অ ইযা-বুশ্‌শিরা আহাদুহুম্ বিল্ উন্‌ছা-জোয়াল্লা অজ্‌হুহূ মুস্‌ওয়াদ্দাঁও অহুঅ কাজীম্। ৫৯। ইয়াতাওয়া-রা-

(৫৮) আর যখন তাদের কেউ কন্যার খবর অবগত হয় তখন দুশ্চিন্তায় মুখ কাল হয়ে যায় । (৫৯) প্রদত্ত সংবাদের

مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ

মিনাল্ ক্বওমি মিন্ সূ—য়ি মা-বুশ্‌শিরা বিহ্; অইয়ুম্‌সিকুহূ 'আলা-হূনিন্ আম্ ইয়াদুস্‌সুহূ ফিত্ তুরা-ব্;

গ্লানিতে সে সমাজ হতে আত্মগোপন করে; হীনতা সত্ত্বেও সে কি তাকে রাখবে? না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! তাদের

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٦٠﴾ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ

আলা-সা —- য়া মা-ইয়াহ্‌কুমূন্। ৬০। লিল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিল্‌আ-খিরাতি মাছালুস্ সাওয়ি অ লিল্লা-হিল্

বিচার কত অশুভ। (৬০) যাদের পরকালের প্রতি ঈমান নেই তারা নিকৃষ্ট উপমার অধিকারী; আর আল্লাহ তো মহান ৭

الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٦١﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ع ১০ ১৩

মাছালুল্ আ'লা-অহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৬১। অলাও ইয়ুআ-খিযুল্লা-হুন্ না-সু বিজুল্‌মিহিম্ রুকু

উপমার অধিকারী; আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর আল্লাহ মানুষকে তার জুলুমের জন্য শাস্তি দিলে

مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ

মা-তারাকা 'আলাইহা-মিন্ দা — ব্বাতিঁও অ লা-কিঁ ইয়ুওয়াখ্খিরুহুম্ ইলা ~ আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ফাইযা-জ্বা — য়া
ছাড়তেন না [১] ; কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিতেছেন; অবশেষে সে নির্দিষ্ট সময় যখন হাযির হবে

اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٦١﴾ وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ

আজ্বালুহুম্ লা-ইয়াস্ তা'খিরূনা সা-'আতাঁ ওঅলা-ইয়াস্তাক্বদিমূন্।৬২। অ ইয়াজ্‌আলূনা লিল্লা-হি মা-ইয়াক্রাহূনা
তখন এক মুহূর্তও পিছনে হটবে না, এগুতেও পারবে না। (৬২) তারা নিজেদের জন্য অপছন্দ বিষয়ই আল্লাহর প্রতি

وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۖ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ

অতাছিফু আল্‌সিনাতুহুমুল্ কাযিবা আন্না লাহুমুল্ হুস্‌না-; লা-জ্বারামা আন্না লাহুমুন্না-রা অআন্নাহুম
আরোপ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা বলে যে, মঙ্গল তাদেরই; নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে আগুন; এবং তারাই সর্বাগ্রে

مُّفْرَطُوْنَ ﴿٦٢﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ

মুফ্‌রত্বূ-ন্।৬৩। তাল্লা-হি লাক্বদ্ আর্‌সাল্‌না ~ ইলা ~ উমামিম্ মিন্ ক্বব্‌লিকা ফাযাইয়্যানা লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু
প্রেরিত হবে।(৬৩) আল্লাহর শপথ, আপনার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি; অনন্তর শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট

اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦٣﴾ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

আ'মা-লাহুম্ ফাহুঅ অলিয়্যুহুমুল্ ইয়াওমা অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্।৬৪। অমা ~ আন্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্
শোভনীয় করে তুলেছিল। সে-ই আজ তাদের বন্ধু। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (৬৪) আর আমি তো আপনার প্রতি অবতীর্ণ

الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

কিতা-বা ইল্লা- লিতুবাইয়িনা লাহুমুল্লাযিখ্ তালাফূ ফীহি অহুদাঁও অ রহমাতাল্ লিক্বাওমিইঁ
করলাম কিতাব যেন আপনি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে মতভেদযুক্ত বিষয় বুঝিয়ে দেন, আর তা মু'মিনদের জন্য হেদায়েত ও

يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ

ইয়ু'মিনূন্।৬৫। অল্লা-হু আন্‌যালা মিনাস্ সামা — য়ি মা — য়ান্ ফাআহ্‌ইয়া-বিহিল্ আর্‌দ্বোয়া বা'দা মাওতিহা-;
দয়াস্বরূপ। (৬৫) আর আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, যমীনকে মৃত্যুর পর তা দিয়ে পুনরায় সজীব করেন,

৮ ع ৫ ১৪ রুকু
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্ লিক্বওমিঁ ইয়াস্‌মা'ঊন্।৬৬। অ ইন্না লাকুম্ ফিল্ আন্'আ- মি লা-ইব্‌রাহ্;
নিঃসন্দেহে শ্রোতাদের জন্য রয়েছে এতে নিদর্শন। (৬৬) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে।

টীকা ঃ (১) সব কাজের জন্য আল্লাহ সময় নির্ধারণ করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আল্লাহ কাকেও আযাব দেন না। পাপ করলেই যদি আযাব দিতেন তবে কেউই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেত না। শানেনুযূল ঃ আয়াত –৬২ ঃ কাফেররা বলতো আসলে মৃত্যুর পর কেউই জীবিত হবে না। আর জীবিত হলেও আল্লাহপাকের নিকট আমরা বড় পদ পাব এবং খুব সম্মানের পাত্র হব। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আয়াত- ৬৪ ঃ তারপরে আল্লাহ তা'আলা আরো বলতেছেন যে, হে রাসূল, অবিশ্বাসীদেরকে শয়তানের প্ররোচনা হতে সাবধান করার জন্যই আমি তোমার প্রতি কোরআন নাযিল করেছি। তুমি এর অমূল্য সদুপদেশ প্রচার করে এদেরকে সৎপথ দেখাও; কেননা, এটি ঈমানদারদের জন্য পথ প্রদর্শক ও করুণাস্বরূপ।

نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ۞

নুস্‌ক্বীকুম্ মিম্মা-ফী বুত্বূনিহী মিম্ বাইনি ফার্‌ছিঁও অদামিল্ লাবানান্ খ-লিছোয়ান্ সা — য়িগল্লিশ্ শা-রিবীন্।
তাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে পান করাই খাঁটি দুগ্ধ যা পানকারীদেরকে পরিতৃপ্তি দান করে।

(৬৭) وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

৬৭। অ মিন্ ছামার-তিন্ নাখীলি অল্ 'আনা-বি তাত্তাখিযূনা মিন্‌হু সাকারাঁও অ রিয্‌ক্বান্ হাসানা-;
(৬৭) আর খেজুর ও আঙ্গুর ফল হতে তোমরা উৎপন্ন করে থাক মাদক দ্রব্য এবং উত্তম খাদ্য দ্রব্য, নিঃসন্দেহে

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (৬৮) وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ

ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়াতাল্‌লিক্বওমিঁই ইয়া'ক্বিলূন্। ৬৮। অআওহা-রব্বুকা ইলান্ নাহ্‌লি আনিত্
এতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য উত্তম নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আর আপনার রব মৌমাছিকে ইংগিত দিলেন,

اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (৬৯) ثُمَّ كُلِي مِن

তাখিযী মিনাল্ জ্বিবা-লি বুইয়ূ তাঁও অ মিনাশ্ শাজ্বারি অ মিম্মা-ইয়া'রিশূন্। ৬৯। ছুম্মা কুলী মিন্
পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ সে সকল গৃহ নির্মাণ করে তাতে মৌচাক তৈরি করত। (৬৯) অতঃপর চোষণ করে নাও

كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ

কুল্লিছ্ ছামার-তি ফাস্‌লুকী সুবুলা রব্বিকি যুলুলা-; ইয়াখ্‌রুজু মিন্ বুত্বূনিহা- শারা-বুম্
প্রত্যেক প্রকার ফল হতে, তৎপর তোমরা রবের সহজ সরল পথে চলতে থাক; আর তার উদর হতে নানা বর্ণের

مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۞

মুখ্‌তালিফুন্ আল্‌অনুহূ ফীহি শিফা — যুল্ লিন্না-স্; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-ইয়াতাল্লি ক্বওমিঁই ইয়াতাফাক্কারূন্।
পানীয় (মধু) নির্গত হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

(৭০) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا

৭০। অল্লা-হু খলাক্বকুম্ ছুম্মা ইয়াতাঅফ্‌ফা-কুম্ অমিন্ কুম্ মাইঁ ইয়ুরাদ্দু ইলা ~ আর্‌যালিল্ উমুরি লিকাই লা-
(৭০) আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; পরে মৃত্যু দেবেন; এবং তোমাদের মধ্যে কাকেও নিকৃষ্ট বয়সে পৌঁছানো হবে,

يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (৭১) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ع ৯ ৫ ১৫ রুকু

ইয়া'লামা বা'দা 'ইল্‌মিন্ শাইয়া- ইন্নাল্লা-হা 'আলীমুন্ ক্বদীর্। ৭১। অল্লা-হু ফাদ্দ্বোয়ালা বা'দ্বোয়াকুম্ 'আলা-বা'দ্বিন্ ফির্
যেন জ্ঞানের পর সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। আল্লাহ জ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান। (৭১) আল্লাহ রিযিকে তোমাদের কাউকে অন্যের উপর

الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

রিয্‌ক্বি ফামাল্লাযীনা ফুদ্দ্বিলূ বির — দ্দী রিয্‌কিহিম্ 'আলা-মা-মালাকাত্ আইমানুহুম্ ফাহুম্ ফীহি
শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন। যারা শ্রেষ্ঠত্ব পেল তারা দাসদেরকে এভেবে নিজেদের রিযিক দেয় না যে, তারা সবাই সমান হয়ে যায়;

سَوَآءٌ ط اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

সাওয়া — য়্; আফাবিনি'মাতিল্লা-হি ইয়াজ্‌হাদূন্। ৭২। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আন্‌ফুসিকুম্ আয্‌অ-জ্বাঁও
তবুও কি তারা আল্লাহর দান অস্বীকার করে?(৭২) আর আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে জোড়া সৃষ্টি করলেন, আর তোমাদের

وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ط

অজ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ আয্‌ওয়া-জ্বিকুম্ বানীনা অ হাফাদাতাঁও অরযাক্বকুম্ মিনাত্ব্‌ ত্বোয়াইয়্যিবা-ত্;
স্ত্রীদের থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্র সৃষ্টি করলেন, আর উত্তম জীবনোপকরণ তোমাদেরকে দান করেছেন, তবুও কি

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

আফাবিল্‌বা-ত্বিলি ইয়ু''মিনূনা অ বিনি'মাতিল্লা-হি হুম্ ইয়াক্‌ফুরূন্। ৭৩। অইয়া'বুদূনা মিন্ দূনিল্লা-হি
তারা বাতিল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে ও আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৭৩) তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত

مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٤﴾ فَلَا

মা-লা-ইয়াম্‌লিকু লাহুম্ রিয্‌ক্বম্ মিনা স্ সামা-ওয়া-তি অল্ আরদ্বি শাইয়াঁও অলা- ইয়াস্‌তাত্বী'উন্। ৭৪। ফালা-
করে, যারা তাদের জন্য আসমান-যমীন থেকে রিয্‌ক দিবার মালিক নয়, আর তাদের কোন ক্ষমতাও নেই। (৭৪) সুতরাং তোমরা

تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ط اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا

তাদ্ব্‌রিবূ লিল্লা-হিল্ আম্‌ছা-ল্; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু অআন্‌তুম্ লা-তা'লামূন্।৭৫। দ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালান্
আল্লাহর তুলনা দিও না; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেন

عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ

'আব্‌দাম্ মাম্‌লূকাল্ লা-ইয়াক্ব্‌দিরু 'আলা- শাইয়্যিঁও অমারাযাক্বনা-হু মিন্না-রিয্‌ক্বান্ হাসানান্ ফাহুঅ ইয়ুনফিক্বু মিন্‌হু
যে, এক পরাধীন দাসের, যে কোন কিছুরই ক্ষমতা রাখে না এবং অন্য ব্যক্তি যাকে নিজ থেকে উত্তম রুজী দিলেন, সে তা থেকে

سِرًّا وَّجَهْرًا ط هَلْ يَسْتَوٗنَ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ط بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَضَرَبَ اللّٰهُ

সিররাঁও অ জ্বাহ্‌রা-; হাল্ ইয়াস্ তায়ূন্; আল্‌হামদু লিল্লা-হ্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ৭৬। অ দ্বোয়ারবাল্লা-হু
গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তারা পরস্পর সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, অথচ অনেকেই তা জানে না। (৭৬) আল্লাহ দুব্যক্তির

مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ لا اَيْنَمَا

মাছালার্ রাজু্লাইনি আহাদু হুমা ~ আব্‌কামু লা-ইয়াক্বদিরু 'আলা-শাইয়্যিঁও অ হুঅ কাল্লু্ন্ 'আলা-মাওলা-হু আইনামা-
উপমা দিলেন, একজন বোবা, কোন কিছুর শক্তি নেই; তাই সে তার মনিবের উপর বোঝাস্বরূপ, মনিব তাকে যেদিকেই

আয়াত-৭৪ঃ সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তাআ'লাকে মানব জাতির অনুরূপ মনে করে। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। আবার রাজা-বাদশাহর মত আল্লাহর সাহায্যকারী সাব্যস্ত করে। আলোচ্য আয়াতে তাদের সেই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআ'লার জন্য সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, বা উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা কল্পনার অনেক উর্ধে। (মাঃ কোঃ) আয়াত-৭৬ ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, এমন লোক রয়েছে যারা লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভাল কথা শিখায়, এটি তার জ্ঞান শক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুষম ও সরল পথে চলে। সুতরাং জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। কোন সৃষ্ট বস্তু কিরূপে তাঁর সমকক্ষ হতে পারে? (মাঃ কোঃ)

يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ ۙ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ

ইয়ুঅজ্জিহ্‌হু লা-ইয়া''তি বিখইর্; হাল্ ইয়াস্তাওয়ী হুঅ অমাই ইয়া''মুরু বিল্'আদ্লি অহুঅ 'আলা ছির-ত্বিম্
পাঠায় সে কোন কল্যাণ আনতে পারে না; সে কি ঐ ব্যক্তির সমান হবে, যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং নিজেও সরল পথের ১০

مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٧﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ع ৬ ১৬

মুস্তাক্বীম্ ।৭৭। অ লিল্লা-হি গইবু স্সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি; অমা ~ আম্রুস্ সা-'আতি ইল্লা-কালাম্হিল্ রুকু
উপর আছে? (৭৭) আর আল্লাহর জন্য আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বিষয়। আর কেয়ামত তো চোখের পলকের

الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٨﴾ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ

বাছোয়ারি আও হুঅ আক্ব্‌রব্; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্ ।৭৮। অল্লা-হু আখ্রজাকুম্ মিম্
অনুরূপ অথবা তদপেক্ষাও নিকটতম। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (৭৮) আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃগর্ভ হতে

مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۙ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۙ

বুত্বূনি উম্মাহা-তিকুম্ লা-তা'লামূনা শাইয়াঁও অ জ্বা'আলা লাকুমুস্ সাম্'আ অল্ আব্ছোয়া-রা অল্ আফ্য়িদাতা
এমন অবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না। আর তিনিই তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় প্রদান

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٩﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ ۚ مَا

লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্ ।৭৯। আলাম্ ইয়ারাও ইলাত্ব্ ত্বোয়াইরি মুসাখ্খর-তিন্ ফী জ্বাওয়্যিস্ সামা ~ য়্; মা-
করেছেন, যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। (৭৯) শূন্য আকাশে নিয়ন্ত্রিত পাখির প্রতি কি লক্ষ্য করে না?

يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٠﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ

ইয়ুম্সিকুহুন্না ইল্লাল্লা-হ্;ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-ইয়া-তিল্ লিক্বওমিঁই ইয়ু''মিনূন্। ৮০। অল্লা-হু জ্বা'আলা
একমাত্র আল্লাহই তাদেরকে সেখানে স্থির রাখেন। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।(৮০) আর আল্লাহ

لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا

লাকুম্ মিম্ বুইয়ূতিকুম্ সাকানাওঁ অজ্বা'আলা লাকুম্ মিন্ জ্বলূদিল্ আন্'আমি বুইয়ূতান্ তাস্তাখিফ্ফূনাহা-
তোমাদের ঘরকে তোমাদের জন্য বাসযোগ্য করেন, আর জন্তুর চামড়া দ্বারা তোমাদের জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যা

يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا

ইয়াওমা জোয়া'নিকুম্ অ ইয়াওমা ইক্ব-মাতিকুম্ অ মিন্ আছ্অ-ফিহা-অ আও বা-রিহা-অ আশ্'আরিহা ~
ভ্রমণ ও অবস্থান কালে হালকা মনে কর; আর তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে নির্দিষ্ট

أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨١﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ

আছা-ছাঁও অমাতা-'আন্ ইলা-হীন্। ৮১। অল্লা-হু জ্বা'আলা লাকুম্ মিম্মা-খলাক্ব জিলা-লাঁও অজ্বা'আলা লাকুম্ মিনাল্
কালের সামগ্রী ও ব্যবহার দ্রব্য বানিয়েছেন। (৮১) আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি হতে তোমাদের জন্য ছায়ার এবং পর্বতে আশ্রয়ের,

الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ

জ্বিবা-লি আক্‌নানাঁও অ জ্বা'আলা লাকুম্‌ সারা-বীলা তাক্বীকুমুল্‌ হার্‌রা অসারা-বীলা তাক্বীকুম্‌
ব্যবস্থা করেছেন, তোমাদের জন্য আরও ব্যবস্থা করেছেন বস্ত্র দ্বারা তাপ হতে এবং বর্মের দ্বারা যুদ্ধে রক্ষার; এভাবে তিনি

بَأْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا

বা'সাকুম্‌ ; কাযা-লিকা ইয়ুতিম্মু নি'মাতাহূ 'আলাইকুম্‌ লা'আল্লাকুম্‌ তুস্‌লিমূন্‌। ৮২। ফাইন্‌ তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা-
তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ পূর্ণ করেন; যেন তাঁর অনুগত হও। (৮২) অতঃপর তারা মুখ ফিরালে, আপনার দায়িত্ব তো

عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٨٣﴾ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ

'আলাইকাল্‌ বালা-গুল্‌ মুবীন্‌। ৮৩। ইয়া'রিফূনা নি'মাতাল্লা-হি ছুম্মা ইয়ুন্‌কিরূনাহা-অ আক্‌ছারুহুমুল্‌
শুধু স্পষ্টভাবে আমার বাণী পৌঁছানো। (৮৩) তারা আল্লাহর নেয়ামত জ্ঞাত আছে কিন্তু অস্বীকার করে, এবং তাদের অধিকাংশই

১১ ع ৭ ১৭ রুকু

الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٤﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কা-ফিরূন্‌। ৮৪। অইয়াওমা নাব্‌'আছু মিন্‌ কুল্লি উম্মাতিন্‌ শাহীদান্‌ ছুম্মা লা-ইয়ু''যানু লিল্লাযীনা কাফারূ
কাফির। (৮৪) আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন সাক্ষী দাঁড় করাব, সেদিন না কাফেরদের অনুমতি দেয়া হবে,

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ

অলা-হুম্‌ ইয়ুস্‌তা'তাবূন্‌। ৮৫। অ ইযা-রয়াল্লাযীনা জোয়ালামুল্‌ 'আযা-বা ফালা-ইয়ুখাফ্‌ফাফু 'আন্‌হুম্‌
আর না তাদের কৈফিয়ত গ্রাহ্য হবে। (৮৫) আর যখন জালিমরা শাস্তি দেখবে, তখন তা লঘু করা হবে না, আর না তারা

وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِذَا رَاَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوْا رَبَّنَا

অলা-হুম্‌ ইয়ুন্‌জোয়ারূন্‌। ৮৬। অ ইযা-রয়াল্লাযীনা আশ্‌রকূ শুরাকা — য়াহুম্‌ ক্বা-লূ রব্বানা-
অবকাশ পাইবে। (৮৬) আর মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে এবাদত তারা করত) দেখিয়ে বলবে, হে আমাদের

هٰٓؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا نَدْعُوْا مِنْ دُوْنِكَ ج فَاَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ

হা — উলা — য়ি শুরাকা — য়ুনাল্লাযীনা কুন্না-নাদ্‌উ' মিন্‌ দূনিকা ফাআল্‌ক্বাও ইলাইহিমুল্‌ ক্বাওলা
রব! এরাই আমাদের শরীক, যাদেরকে তোমার পরিবর্তে ডাকতাম, তখন তারা (তাদের উপাস্যগুলো) উত্তরে তাদেরকে বলবে,

• তিন চতুর্থাংশ

اِنَّكُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٨٧﴾ ع وَاَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِ ِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا

ইন্নাকুম্‌ লাকা-যিবূন্‌। ৮৭। অ আল্‌ক্বাও ইলাল্লা-হি ইয়াওমায়িযিনিস্‌ সালামা অদ্বোয়াল্লা 'আন্‌হুম্‌ মা-কা-নূ
অবশ্যই তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা(মুশরিকরা) আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে, এবং তাদের মিথ্যা রচনা সেদিন

আয়াত-৮১ ঃ ভেবে দেখ, তোমাদের পার্থিব সকল প্রয়োজন মিটাবার জন্য আল্লাহ কিরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে তোমরা কত অসাধ্যকে সাধন করছ। (তাফঃ মাহঃ হাঃ)
শানেনুযূল ঃ আয়াত- ৮৩ ঃ একদা এক গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে হাজির হলে হুযুর (ছঃ) তাকে ঈমান গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করার ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের কথা বলতে লাগলেন এবং আয়াতটি শুনালেন এবং গ্রাম্য লোকটিও সেসঙ্গে অনুগ্রহসমূহের কথা স্বীকার করতেছিল। কিন্তু যখন পরিশেষে "তোমরা যেন আত্মসমর্পণ কর" পড়লেন, তখন সে মুখ ফিরায়ে চলে গেল। এ সময় আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

৩১

يَفْتَرُونَ ﴿٨٨﴾ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ

ইয়াফ্তারূন্। ৮৮। আল্লাযীনা কাফারূ অছোয়াদ্দু 'আন্ সাবীলিল্লা-হি যিদ্‌না-হুম্ 'আযা-বান্ ফাওক্বল্

তাদের নিকট থেকে উধাও হবে। (৮৮) কাফের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের শাস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব। কারণ

الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ

'আযা-বি মা বিমা-কা-নূ ইয়ুফ্‌সিদূন্। ৮৯। অ ইয়াওমা নাব্'আছু ফী কুল্লি উম্মাতিন্ শাহীদান্ 'আলাইহিম্

তারা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। (৮৯) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক একজন সাক্ষী তাদের ব্যাপারেই দাঁড়

مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ؕ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا

মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ অ জ্বি'না-বিকা শাহীদান্ 'আলা- হা ~ উলা — য়্; অনায্‌যাল্‌না 'আলাইকাল্ কিতা-বা তিব্‌ইয়া-নাল্ ১২

করাব, আর আপনাকে আনব তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষীরূপ। আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম। মুসলিমদের ع

لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ ৬ ১৮ রুকু

লিকুল্লি শাইয়িঁও অহুদাঁও অরহ্‌মাতাঁও অ বুশ্‌রা লিল্‌মুসলিমীন্। ৯০। ইন্নাল্লা-হা ইয়া''মুরু বিল্'আদ্‌লি

জন্য প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা, হেদায়েত, দয়া ও সুসংবাদরূপে। (৯০) নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেন সুবিচার,

وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

অল্ ইহ্‌সা-নি অ ঈতা — য়ি যিল্‌ক্বুর্‌বা-অ ইয়ান্‌হা- 'আনিল্ ফাহ্‌শা — য়ি অল্ মুন্‌কারি অল্

সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনদেরকে দান করার আর নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমা লংঘন করতে। উপদেশ,

الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٩١﴾ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا

বাগ্‌য়ি ইয়া'ইজুকুম্ লা'আল্লাকুম্ তাযাক্কারূন্। ৯১। অআওফূ বি'আহ্‌দিল্লা-হি ইযা-'আহাত্‌তুম্ অলা-

দেন যেন তোমরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।(৯১) যখন তোমরা পরস্পর আল্লাহর নামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে তখন

تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ

তান্‌ক্বুদ্বুল্ আইমা-না-বা'দা তাওকীদিহা- অক্বদ্ জ্বা'আল্‌তুমুল্লা-হা 'আলাইকুম্ কাফীলা-; ইন্নাল্লা-হা ইয়া'লামু

প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর; দৃঢ় শপথের পর তা ভংগ করো না, যখন আল্লাহকে সাক্ষীই বানালে, তোমাদের কৃতকর্ম আল্লাহই সম্যক

مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩٢﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ؕ

মা-তাফ্'আলূন্। ৯২। অলা-তাকূনূ কাল্লাতী নাক্বাদ্বোয়াত্ গয্‌লাহা-মিম্ বা'দি ক্বু...অতিন্ আন্‌কা-ছা-;

অবগত। (৯২) সেই নারীর মত হয়ো না, যে তার সূতা মজবুত করে পাকিয়ে পরে খুলে ফেলে, তোমরা নিজেদের শপথসমূহকে

تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ؕ

তাত্তাখিযূনা আইমা-নাকুম্ দাখলাম্ বাইনাকুম্ আন্ তাকূনা উম্মাতুন্ হিয়া আর্‌বা-মিন্ উম্মাহ্;

পারস্পরিক প্রবঞ্চনার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে এক দল অন্য দল অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী হও।

إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

ইন্নামা-ইয়াব্‌লূকুমু ল্লা-হু বিহ্; অলা-ইয়ুবাইয়িনান্না লাকুম্ ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি মা-কুন্‌তুম্ ফীহি তাখ্‌তালিফূন্।
তা দ্বারা আল্লাহ কেবল পরীক্ষা করেন; অবশ্যই আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন কিয়ামতের দিন তোমাদের মতানৈক্যের বিষয়।

٩٣ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن

৯৩। অ লাও শা — য়া ল্লা-হু লাজা'আলাকুম্ উম্মাতাঁও ওয়া-হিদাতাঁও অলা-কিঁ ইয়ুদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা — য়ু অইয়াহ্‌দী মাইঁ
(৯৩) আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এক জাতি করতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা

يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٤ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

ইয়াশা — য়ু অলাতুস্‌য়ালুন্না 'আম্মা-কুন্‌তুম্ তা'মালূন্। ৯৪। অলা-তাত্তাখিযূ ~ আইমা-নাকুম্ দাখলাম্ বাইনাকুম্
হেদায়েত দেন। তোমরা অবশ্যই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) আর তোমরা প্রবঞ্চনার জন্য শপথ

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلَكُمْ

ফাতাযিল্লা ক্বদামুম্; বা'দা ছুবূতিহা- অতাযূক্বুস্ সূ — য়া বিমা-ছোয়াদাত্‌তুম্ 'আন্ সাবীলিল্লা-হি অলাকুম্
করবে না। করলে দৃঢ়তার পর পা পিছলিয়ে যাবে; এবং আল্লাহর পথে বাধাদানের জন্য তোমরা শাস্তি পাবে; আর তোমাদেরই

عَذَابٌ عَظِيمٌ ٩٥ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ

'আযাবুন্ 'আজীম্। ৯৫। অলা-তাশ্‌তারূ বি'আহ্‌দিল্লা-হি ছামানান্ ক্বালীলা-; ইন্নামা-'ইন্‌দাল্লা-হি হুঅ
জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (৯৫) তোমরা আল্লাহর সাথে যে ওয়াদা করেছ তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি কর না। আল্লাহর কাছে

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٩٦ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ

খইরুল্লাকুম্ ইন্ কুন্‌তুম্ তা'লামূন্। ৯৬। মা-'ইন্‌দাকুম্ ইয়ান্‌ফাদু অমা-'ইন্‌দাল্লা-হি বা-ক্ব্; অলা-নাজ্‌যিয়ান্
যে বস্তু রয়েছে তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (৯৬) তোমাদের নিকট যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর

الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن

নাল্লাযীনা ছোয়াবারূ ~ আজ্‌রাহুম্ বিআহ্‌সানি মা-কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৯৭। মান্ 'আমিলা ছোয়া-লিহাম্ মিন্
কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না। আর যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে কাজের চেয়ে উত্তম পুরস্কার দিব। (৯৭) যে ব্যক্তি নেক

ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

যাকারিন্ আও উন্‌ছা-অহুঅ মু'মিনুন্ ফালা-নুহ্‌ইয়ান্নাহূ হাইয়া-তান্ ত্বোয়াইয়্যিবাতান্ অলা নাজ্‌যিয়ান্নাহুম্
আমল করবে, মু'মিন নর-নারী সে যে-ই হোক তাকে আমি অবশ্যই এক পবিত্র উত্তম জীবন দান করব, তাদের কাজের

আয়াত-৯৪ঃ ঘুষের সংজ্ঞায় ইবনে আতিয়া বলেন, যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। আর যেই কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, তা-ই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো নিকট হতে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় ছাড়া কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এটি হতে বুঝা গেল যে, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। (বাহরে মুহীত)

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (৯৮) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ

আজ্ব্‌রহুম্ বিআহ্‌সানি মা-কা-নূ ইয়া'মালূন। ৯৮। ফাইযা- ক্বার'তাল্ ক্বুরআ-না ফাস্‌তা'ইয় বিল্লা-হি মিনাশ্

জন্য আমি অবশ্যই তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করব। (৯৮) যখন কোরআন তেলাওয়াত করবে তখন তোমরা আল্লাহর আশ্রয়

الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (৯৯) إِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ

শাইত্বোয়া-নির্ রজীম্। ৯৯। ইন্নাহূ লাইসা লাহূ সুলত্বোয়া-নুন্ 'আলাল্লাযীনা আ-মানূ অ 'আলা-রব্বিবিহিম

খুঁজবে অভিশপ্ত শয়তান হতে। (৯৯) যারা ঈমান এনেছে ও স্বীয় রবের ওপর নির্ভরশীল তাদের ওপর শয়তানের কোন ১৩

يَتَوَكَّلُوْنَ (১০০) إِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ع ১১

ইয়াতাওক্কালূন্। ১০০। ইন্নামা-সুল্‌ত্বোয়া-নুহূ 'আলাল্লাযীনা ইয়াতাঅল্লাওনাহূ অল্লাযীনাহুম্ বিহী মুশ্‌রিকূন্। ১৯ রুকু

আধিপত্য নেই। (১০০) তার আধিপত্যতা কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধু বানায় ও যারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।

وَإِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ

১০১। অ ইযা-বাদ্দাল্‌না ~আ-ইয়াতাম্ মাকা-না আ-ইয়াতিঁও অল্লা-হু আ'লামু বিমা-'ইয়ুনায্‌যিলু ক্বা-লূ~ ইন্নামা ~আন্‌তা

(১০১) এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত নাযিল করি আর নাযিল সম্পর্কে আল্লাহ ভাল জানেন তখন তারা বলে তুমি মিথ্যা

مُفْتَرٍ ؕ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (১০২) قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ

মুফ্‌তার্; বাল্ আক্‌ছারুহুম্ লা-ইয়া'লামূন্। ১০২। ক্বুল্ নায্‌যালাহূ রূহুল্ ক্বুদুসি মির্ রব্বিবিকা

রচয়িতা। তবে তাদের অনেকেই জানে না।(১০২) বলুন, আমার রবের পক্ষ থেকে জিবরাঈল সত্যসহ কোরআন নাযিল

بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (১০৩) وَلَقَدْ نَعْلَمُ

বিল্ হাক্ব্‌কি লিইয়ুছাব্বিতাল্লাযীনা আ-মানূ অহুদাওঁ অবুশ্‌রা- লিল্‌মুস্‌লিমীন্। ১০৩। অ লাক্বদ্ না'লামু

করেন, যারা মু'মিন তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখার জন্য এবং হেদায়েত ও সুখবর মুসলিমদের জন্য। (১০৩) আমি জানি,

أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ

আন্নাহুম্ ইয়া ক্বূলূনা ইন্নামা-ইয়ু'আল্লিমুহূ বাশার্; লিসা-নু ল্লাযী ইয়ুল্‌হিদূনা ইলাইহি 'আজ্বামিইয়্যুঁও

তারা বলে, তাকে তো এক মানুষই শিখায় যার প্রতি তারা এটি আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়। অথচ

وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ (১০৪) إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ

অহা-যা- লিসা-নুন্ 'আরাবিয়্যুম্ মুবীন্। ১০৪। ইন্নাল্লাযীনা লা-ইয়ু'মিনূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি লা-ইয়াহ্‌দী হিমুল্

এ কোরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দেন না,

শানেনুযূলঃ আয়াত-১০৩ঃ আমের ইবনে হজরমীর জবর নামক রোমীয় এক গোলাম ছিল। সে আসমানী কিতাবের পণ্ডিত ছিল। অতি আগ্রহের সাথে সে আল্লাহর কালাম শুনার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) দরবারে আসা যাওয়া করত। এতে কাফেররা বলত, মুহাম্মদ (ছঃ) এই জবর হতে শিখে পুনরায় তা আল্লাহর কালাম নাম দিয়ে মানুষকে শুনায়। এর প্রতিবাদে এই আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ)
আয়াত- ১০৪ঃ অনন্তর আল্লাহ বলে দিচ্ছেন, যারা আমার এ সকল প্রত্যক্ষ নিদর্শন বিশ্বাস করে না, সে সকল বদ্ধমূল অবিশ্বাসী কখনোই আমার অনুগ্রহ লাভ করতে পারবে না অথবা সুপথ প্রাপ্ত হবে না। বরং এ অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার পরিণামস্বরূপ আখেরাতে তাদেরকে অতি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে হবে। (বঃ কোঃ)

اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٥﴾ اِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِ

লা-হু অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্ ।১০৫। ইন্নামা- ইয়াফ্তারিল্ কাযিবাল্লাযীনা লা-ইয়ু''মিনূনা বিআ-ইয়া-তি
তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। (১০৫) মিথ্যা রচনা কেবল তারাই করে যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না।

اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٦﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ

ল্লা-হি অউলা — য়িকা হুমুল্ কা-যিবূন্। ১০৬। মান কাফারা বিল্লা-হি মিম্ বা'দি ঈমা-নিহী ~ ইল্লা-মান্
আর তারাই সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী। (১০৬) আর যে আল্লাহকে অবিশ্বাস করে ঈমান আনয়ন করার পর-তার ওপর

اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

উক্রিহা-অক্বল্বুহূ মুত্ব্মায়িন্নুম্ বিল্ঈমা-নি অলা-কিম্মান্ শারহা বিল্কুফ্রি ছোয়াদ্রন্ ফা'আলাইহিম্
আল্লাহর গযব, তবে তার জন্য নয় যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু মনে ঈমান ভরপুর, আর যার মন কুফরীর জন্য

غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٧﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ

গাদ্বোয়াবুম্ মিনাল্লা-হি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১০৭। যা-লিকা বিআন্নাহুমুস্ তাহাব্বুল্ হা ইয়া-তাদ্
খোলা রাখে, তার উপর আল্লাহর গযব ও মহা শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের

الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ اُولٰٓئِكَ

দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি অআন্নাল্লা-হা লা-ইয়াহ্দিল্ ক্বওমাল্ কা-ফিরীন্ ।১০৮। উলা — য়িকাল্
ওপর প্রাধান্য দেয়, এবং এ কারণে যে, আল্লাহ তো অবিশ্বাসীদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন না। (১০৮) এরাই

الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ☆

লাযীনা ত্বোয়াবা'আল্লা-হু 'আলা-কুলূবিহিম্ অসাম্'ইহিম্ অ আব্ছোয়া-রিহিম্ অউলা — য়িকা হুমুল্ গ-ফিলূন্।
তারা, যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুসমূহে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তারাই প্রকৃত গাফিল।

﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١١٠﴾ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا

১০৯। লা-জ্বারামা আন্নাহুম্ ফিল্ আ-খিরতি হুমুল্ খ-সিরূন্। ১১০। ছুম্মা ইন্না রব্বাকা লিল্লাযীনা হা-জ্বারূ
১০৯। নিঃসন্দেহে তারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) নিশ্চয়ই রব তো তাদের জন্য, যারা নির্যাতিত হওয়ার পর

১৪ ع ১০ ২০ রুকু

مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ☆

মিম্ বা'দি মা-ফুতিনূ ছুম্মা জ্বা-হাদূ অছবারূ ~ ইন্না রব্বাকা মিম্ বা'দিহা-লাগফূরুর্ রহীম্।
হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে, ধৈর্য ধরেছে। নিশ্চয়ই আপনার রব এ সবের পর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আয়াত–১০৫ ঃ এ আয়াতে অবিশ্বাসীদের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। তাদের প্রথম লক্ষণ হল, তারা সর্বদাই কল্পিত অসত্য কথা বলে এবং দ্বিতীয়ঃ তারা প্রত্যাদেশ প্রভৃতি আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ নিদর্শনকে কখনোই অন্তরের সাথে বিশ্বাস করে না। আয়াত-১০৬ ঃ হুযূর আকরাম (ছঃ) যখন হিজরতের সংকল্প করলেন, তখন কুরাইশরা দুর্বল ও গরীব ছাহাবা হযরত খাব্বাব, বেলাল ও আম্মার ইবনে ইয়াসীরকে তার পিতামাতাসহ সকলকে গ্রেফতার করে নানাবিধ অত্যাচার করতে লাগল। অত্যাচারের শিকার হয়ে আম্মারের পিতামাতা শাহাদত বরণ করলেন। প্রাণ রক্ষার্থে হযরত আম্মার ছলনা স্বরূপ তাদের ইচ্ছানুকুল কুফর কলেমা মুখে মুখে আওড়ালেন। হুযূর (ছঃ) বললেন। এতে আল্লাহর অনুমতি আছে, প্রাণ রক্ষার্থে এটি বৈধ তখন এ আয়াতটি নাযীল হয়।

﴿١١١﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

১১১। ইয়াওমা তা''তী কুল্লু নাফ্‌সিন্‌ তুজা-দিলু 'আন্‌ নাফ্‌সিহা-অতুঅফ্‌ফা-কুল্লু নাফ্‌সিম্‌ মা-'আমিলাত্‌
(১১১) স্মরণ কর! যেদিন প্রত্যেকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য আসবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মফল প্রদান করা হবে, তারা

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١١٢﴾ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

অহুম্‌ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্‌।১১২। অদ্বোয়ারাবাল্লা-হু মাছালান্‌ ক্বার্‌ইয়াতান্‌ কা-নাত্‌ আ-মিনাতাম্‌ মুত্বমায়িন্নাতাঁই
অত্যাচারিত হবে না। (১১২) আল্লাহ একটি জনপদের উপমা দিতেছেন যা ছিল নিরাপদ, নিশ্চিন্ত, প্রত্যেক স্থান হতে

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ

ইয়া''তীহা-রিয্‌ক্বুহা-রগদাম্‌ মিন্‌ কুল্লি মাকা-নিন্‌ ফাকাফারত্‌ বিআন্‌'উমিল্লা-হি ফাআযা-ক্বাহাল্লা-হু
যথেষ্ট পরিমান আহার্য সামগ্রী আসত, তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করল, ফলে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের

لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ

লিবা-সাল্‌ জূ'ঈ অল্‌খওফি বিমা-কানূ ইয়াছ্‌না'উন্‌। ১১৩। অ লাক্বদ্‌ জ্বা—য়াহুম্‌ রসূলুম্‌ মিন্‌হুম্‌
কারণে তাদের ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ গ্রহণ করালেন। (১১৩) আর তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল এসেছে,

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٤﴾ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

ফাকায্‌যাবূহু ফাআখাযাহুমুল্‌ 'আযা-বু অহুম্‌ জোয়া-লিমূন্‌। ১১৪। ফাকুলূ মিম্মা-রযাক্বাকুমুল্লা-হু
তারা অস্বীকার করলে আযাব তাদেরকে পাকড়াও করেছে, তারা জালিম ছিল। (১১৪) তোমরা আহার কর আল্লাহর

حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٥﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ

হালা-লান্‌ ত্বোয়াইয়্যিবাঁও অশ্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ইয়্যা-হু তা'বুদূন্‌। ১১৫। ইন্নামা-হার্‌রামা 'আলাইকুমুল্‌
দেয়া উত্তম আহার্য হতে আর আল্লাহর নেয়ামতের শুকর কর, যদি তাঁরই ইবাদত কর। (১১৫) নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের

الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

মাইতাতা অদ্দামা অ লাহ্‌মাল্‌ খিন্‌যীরি অমা ~ উহিল্লা লিগইরিল্লা-হি বিহী ফামানিদ্বুত্বুর র-গইরা বা-গিঁও
জন্য মৃত, রক্ত, শুকরের গোশত ও যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য যবেহ হয়.তবে কেউ যদি অন্যায়কারী বা সীমালংঘনকারী

وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٦﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

অলা-'আদিন ফাইন্নাল্লা-হা গফূরুর রহীম্‌। ১১৬। অলা-তাক্বূলূ লিমা-তাছিফু আল্‌সিনাতুকুমুল্‌ কাযিবা
না হয় তবে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা বলার কারণে তোমরা বলো না

আয়াত-১১২ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এখানে মক্কা মুয়া'যযমার কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (ছঃ) মদীনায় হিজরতের পর মক্কাবাসীরা ৭ বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা আবর্জনা খেতে বাধ্য হয়েছিল। আর মুসলমানদের ভয়েও কম্পিত ছিল। মক্কার সর্দাররা অবশেষে মহানবী (ছঃ)-এর কাছে আরয করলে নবী (ছঃ) তাদের জন্য মদীনা হতে খাদ্য সম্ভার পাঠিয়ে দেন। (তাফঃ মাযঃ)
আয়াত-১১৫ ঃ ইসলামের পূর্বে আরববাসীরা সেই সব জন্তুর অধিকাংশকে হালাল বা হারাম জানত। যেগুলোকে আমরা হালাল জেনে ভক্ষণ বা হারাম জেনে বর্জন করছি। তারা প্রবাহমান রক্ত শূকর ও দেব-দেবীর নামে উৎসর্গিত জন্তুকে হালাল মনে করে ভক্ষণ করত। আল্লাহ্‌ এ সমস্ত জন্তু হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য অন্য কোন উপায় না থাকলে তা ভক্ষণের অনুমতি দিয়েছেন। (ইযাঃ কোঃ)

هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

হাযা-হালা-লুঁও অহাযা-হারমূল্ লিতাফ্তারূ আ'লাল্লা-হিল্ কাযিব; ইন্নাল্ লাযীনা ইয়াফ্তারূনা
যে, এটা বৈধ, এটা অবৈধ; এতে করে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা হবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٨﴾ وَعَلَى

'আলাল্লা-হিল কাযিবা লা-ইয়ুফ্লিহূন্। ১১৭। মাতা-'উন্ ক্বালীলুঁও অ লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১১৮। অ 'আলাল্
করে তারা কল্যাণ পায় না। (১১৭) তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্য, ক্ষণস্থায়ী, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি। (১১৮) আমি তো

الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا

লাযীনা হা-দূ হার্রাম্না-মা-ক্বাছোয়াছ্না 'আলাইকা মিন্ ক্বব্লু অমা জোয়ালাম্না-হুম্ অলা-কিন্ কা-নূ ~
কেবল ইহুদীদের জন্য তা-ই নিষিদ্ধ করেছি যা আপনাকে পূর্বেই জানিয়েছি। আমি জুলুম করি নি, বরং তারাই নিজেদের

أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا

আন্ফুসাহুম্ ইয়াজ্লিমূন্। ১১৯। ছুম্মা ইন্না রব্বাকা লিল্লাযীনা 'আমিলুস্ সূ — য়া-বিজ্বাহা-লাতিন, ছুম্মা তা-বূ
১৫ প্রতি জুলুম করেছে। (১১৯) যারা না জেনে মন্দ কর্মে লিপ্ত হয়; তারা যদি তওবা করে ও সংশোধিত হয়, তবে

ع ৯ ২১ রুকু

مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

মিম্ বা'দি যা-লিকা অআছ্লাহূ ~ ইন্না রব্বাকা মিম্ বা'দিহা- লাগফূরুর রহীম্। ১২০। ইন্না ইব্রা-হীমা
নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের জন্য অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২০) নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন

كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢١﴾ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ

কা-না উম্মাতান্ ক্ব-নিতাল্লিল্লা-হি হানীফা-; অলাম্ ইয়াকু মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১২১। শা-কিরাল্ লিআন্'উমিহ্;
এক উম্মত। আল্লাহর অনুগত, নিষ্ঠাবান, সে মুশরিকদের দলভুক্ত নয়। (১২১) তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞ;

اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢٢﴾ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي

ইজ্ব্ তাবা-হু অ হাদা-হু ইলা-ছির-ত্বিম্ মুস্তাক্বীম্। ১২২। অ আ-তাইনা-হু ফিদ্ দুন্ইয়া-হাসানাহ্; অ ইন্নাহূ ফিল্
তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং পরিচালিত সহজ সরল পথে। (১২২) আর আমি তাকে দুনিয়ায় কল্যাণ দিয়েছি,

الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٣﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

আ-খিরতি লামিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্।১২৩। ছুম্মা আওহাইনা ~ ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রা-হীমা
পরকালে পুণ্যবানদের অন্তর্গত। (১২৩) পরে আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করলাম, যেন ইব্রাহীমের মিল্লাতের

আয়াত-১১৯ঃ আলোচ্য আয়াত হতে বুঝা যায় যে, তওবার মাধ্যমে কেবল না বুঝে বা অনিচ্ছায় করা গুণাহই মাফ হয় না, বরং যে গুণাহ সচেতনভাবে করা হয় তাও মাফ হয়। কেননা, 'জাহালাত' এর অর্থ মুর্খসুলভ কর্ম-যদিও তা বুঝে করা হয়। (মাঃ কোঃ)।

আয়াত-১২০ঃ (উম্মাতুন) শব্দের এক অর্থ দল বা সম্প্রদায়। অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় এবং জাতির গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আঁধার। কারণ হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর উপর অনেক পরীক্ষা এসেছে, যেমন, নমরূদের অগ্নি, শিশু ইসমাইল ও মাতা হাজেরাকে জনশূন্য ময়দানে রেখে আসার নির্দেশ, পুত্রকে কোরবানী, এ সমস্ত কারণে আল্লাহ তাঁকে উক্ত পদে ভূষিত করেন। সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁর দ্বীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। (মাঃ কোঃ)

حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٤﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ

হানীফা-; অমা কা-না মিনাল্‌ মুশরিকীন্‌। ১২৪। ইন্নামা-জু্ ঈ'লাস্‌ সাব্‌তু 'আলাল্‌ লাযীনাখ্‌

একনিষ্ঠ অনুগত হও। সে মুশরিকদের দলভুক্ত নয়। (১২৪) শনিবারের সম্মান করা তো শুধু তাদের উপরই বাধ্যতামূলক ছিল,

اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

তালাফূ ফীহ্‌ ; অইন্না রব্বাকা লা ইয়াহ্‌কুমু বাইনাহুম্‌ ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়া-মাতি ফীমা- কা-নূ ফীহি

যারা এ ব্যাপারে মতভেদ করত, আপনার রব অবশ্যই তাদের মাঝে মিমাংসা করে দিবেন কিয়ামতের দিন যাতে তারা

يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٥﴾ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُمْ

ইয়াখ্‌তালিফূন্‌। ১২৫। উদ্‌'ঊ ইলা-সাবীলি রব্বিকা বিল্‌হিক্‌মাতি অল্‌ মাও'ইজোয়াতিল্‌ হাসানাতি অ জ্বা-দিল্‌হুম্‌

মতভেদ করত। (১২৫) আপনি হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আপনার রবের পথে আহ্বান করুন। উত্তমভাবে

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ

বিল্লাতী হিয়া আহ্‌সান্‌; ইন্না রব্বাকা হুঅ আ'লামু বিমান্‌ দ্বোয়াল্লা 'আন্‌ সাবীলিহী অ হুঅ আ'লামু

তাদের সঙ্গে আলাপ করুন; নিশ্চয়ই বিপথগামীদেরকে আপনার রব বিশেষভাবে চেনেন, এবং পথ প্রাপ্তদেরকেও ভালভাবে

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٦﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ

বিল্‌মুহ্‌তাদীন্‌। ১২৬। অইন্‌ 'আ-ক্বব্‌তুম্‌ ফা'আ-ক্বিবূ বিমিছ্‌লি মা 'উক্বিব্‌তুম্‌ বিহ্‌; অলায়িন্‌ ছবার্‌তুম্‌ লাহুঅ

জানেন। (১২৬) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলে ততটুকু গ্রহণ করবে, যতটুকু অন্যায় তোমরা পেয়েছে। আর ধৈর্য ধারণ করলে

خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٧﴾ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي

খইরুল্লিছ্‌ছোয়া-বিরীন্‌।১২৭। অছ্‌বির্‌ অমা- ছোয়াব্‌রুকা ইল্লা-বিল্লা-হি অলা- তাহ্‌যান্‌ 'আলাইহিম্‌ অলা-তাকু ফী

ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। (১২৭) আর আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনার ধৈর্য তো আল্লাহর সঙ্গে। তাদের কারণে দুঃখ ১৬

ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٨﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ★ ع ৯ ২২

দ্বোয়াইক্বিম্‌ মিম্মা-ইয়াম্‌কুরূন্‌। ১২৮। ইন্নাল্লা-হা মা'আল্লাযীনাত্তাক্বও অল্লাযীনা হুম্‌ মুহ্‌সিনূন্‌। রুকু

করবেন না; এবং তাদের চক্রান্তে মনক্ষুন্ন হবেন না। (১২৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুত্তাকী এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে আছেন।

আয়াত-১২১ ঃ সত্য ধর্মের আদর্শ প্রকাশ করার জন্যই এ রুকুর প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আদর্শ-চরিত্রে যে সকল গুণ-গরিমা বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ চারটি গুণের উল্লেখ করে বলছেন যে, তিনি আদর্শ অধিনায়ক, আল্লাহ তা'আলা অনুগত সেবক ও অটল সুদৃঢ়পন্থী মুসলমান ছিলেন এবং শরীক অথবা কুফুরীর সাথে তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। ফলতঃ আদর্শ সত্য দ্বীন প্রচারকের চরিত্রে এ সকল গুণের সমাবেশ থাকা একান্ত জরুরী। আয়াত-১২৩ ঃ অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (ছঃ) পৃথিবীতে কোন নতুন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি যা গ্রহণে তোমরা এত গড়িমসি করছ। বরং এটা তো তোমাদের সর্বজন স্বীকৃত মহামান্য নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতাদর্শ, তোমরা যার অনুসারী হওয়ার দাবী কর। কিন্তু তোমরা শিরকের মাধ্যমে তাতে বিবর্তন করেছ, অথচ ইব্রাহীম (আঃ) অংশীবাদী ছিলেন না; আর ইহুদীরা অন্যান্য কুসংস্কারের মাধ্যমে তাতে পরিবর্তন আনে।

আয়াত-১২৪ ঃ ইহুদীরা হুযুর (ছঃ) এর নিকট এরূপ প্রতিবাদও জানাত যে, আপনি ইব্রাহীম (আঃ)-এর মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার দাবী কিভাবে করেন ? অথচ শনিবারের প্রতি যেই বিশেষ সম্মান দেখানো রীতি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে ছিল তা বর্জন করে তৎপরিবর্তে আপনি শুক্রবারই সাব্যস্ত করেছেন। তদুত্তরে বলেছেন যে, শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মে ছিল না; বরং তা পরে হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগেই হয়েছিল।

আয়াত-১২৫ ঃ দাওয়াতের মূলনীতি দুটিঃ হিকমত ও উপদেশ। এ দুটি হতে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়। তবে দাওয়াতের কাজে কখনও কখনও এমন লোকদেরও মুখোমুখী হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করতে বলা হয়েছে। (মাঃ কোঃ)